অনার্য কথামালা

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
(Ph.D, Litt.D, K.R.M.B, KNIGHT)

১৯৫৯ সালে বাংলাদেশের পাবনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়স থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিশুশিল্পী হিসাবে যুক্ত হন। তিনি একাধারে সাংস্কৃতিক সংগঠক, নাট্যকার, কবি, অনুবাদক, সাহিত্য সম্পাদক, আবৃত্তিকার, নাট্য পরিচালক এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কিত একাডেমিক উপস্থাপক।

BANGLADESH EBOOK CENTRE
WE ARE FOR FUTURE GENERATION

Publication link
https://archive.org/details/@sultanmuhammadrazzak

অনার্য কথামালা
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

অনার্য কথামালা
রচনাঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
সর্বস্বত্বঃ ড.আফররাজা পারভীন
ই বুক প্রকাশনাঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
প্রকাশকালঃ জুলাই ২০২৪
প্রচ্ছদঃ অলংকরণঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
রচনাকালঃ ২০২১
যোগাযোগঃ fchd.bd@gmail.com
Mobile: +8801712200667

বিনিময় মূল্যঃ ৩০০/

Aunarzya Kothamala
By: Sultan Muhammad Razzak
All rights: Dr. Afroja Parvin
E book publication : July 2024
Published by: Bangladesh eBook Centre
Cover page: Sultan Muhammad Razzak
Contact: fchd.bd@gmail.com
Mobile: +8801712200667

Price: USD-10/

অনার্য কথামালা

সুলতান মুহাম্মদ রাজ্জাক

স্বাগতম

সূচীপত্র

সাদা মেঘ হরিণী	১
আমাদের কোন গল্প নেই	৩
হতে পারে ডিলিউসন	৫
শুধু ভুলে যাও এই ফসিল বৃক্ষকে	৭
হাথেরে কাঙ্কন মা লোউ দাপন	৮
আমি আজকাল বুঝতে পারিনা অনেক কিছু	৯
বিষন্নতার কথা	১১
ভূসুকা	১৪
ডুবে গেল চাঁদ অবশেষে	১৭
কাহ্ন'র সাথে কথা	১৯
আমরা সবাই আকাশে বাস করি	২২
আরেক কবি	২৫
আমি জীবন শুনতে চাই	২৭
মানুষ	২৯
হোমার	৩১
বিস্মৃত	৩৫
মহাশূন্যে	৩৯
নেশায় বুঁদের জলসাঘর	৪২
কাহ্ন	৪৫
কাহ্নর পাঠ	৪৭
আমার মা	৫০
একিলিস	৫৩
দুই বোধি	৫৬
সক্রেটিস	৬০
বিবেক	৬৫
সাহস	৬৮
তুমি	৭২
আকাঙ্খা	৭৬

অনার্য কথামালা

সূচীপত্র

আড়াল	৭৯
ঘুম	৮১
আকাশ	৮৬
মাটি	৮৭
ঘাস	৮৯
জল	৯০
চাঁদ	৯২
কবে যেন	৯৪
একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি	৯৫
হে এলব্রটস	৯৬
বৃক্ষের বোধ	৯৮
কত কিছুই যে চেনা	৯৯

সাদা মেঘ হরিণী

তোমার আর আমার দেখা-
অদ্ভূত!
মেঘের সাথে মেঘের দেখা-
তুমি ছিলে বসন্তের সাদা মেঘ
আর আমি বোশেখি-
মেঘেদের ট্রাফিক আইন নাই
যাওয়া যায়না পাশ কেটে-
পার হতে হবে একে অপরের
ভিতর দিয়েই-
আমি জানি আমি কালো মেঘ-
সাদা মেঘের মধ্য দিয়ে যাওয়ার অর্থ-
সাদা কণাগুলোকে কালো করে যাওয়া-
আমি যদি কমলা হতাম
অথবা গোলাপি
অথবা সবুজ
অথবা নীল
তুমি হতে আরো রাঙা
আরো সজীব
আরো আনন্দময়
অথবা এমন নীলাভ
যেখানকার দুঃখও উপভোগ্য
বসন্ত বাতাস যা দেখে শিষ
দিয়ে ওঠে-
ঝরা পাতারও সবুজের
গান গাইতে গাইতে
ঢলে পড়ে মৃত্যুর মুখে!

জানো, আমি যখন স্বপ্ন কল্পদ্রুমে
পাহাড়ের পাদদেশে ছিলাম
পাথর আর শেওলা ঘষে
যে হরিণীর ছবি এঁকেছিলাম-
তা অবিকল-
তোমার মত!
সেই চোখ
সেই দেহ-
শুধু তুমি মানবী ছিলে না;
ছিলে এক সাদা মেঘ-
হরিণীর মত।

আমাদের কোন গল্প নেই

মহেঞ্জোদারোতে-একদা'র এক রাস্তা দিয়ে
আমি নৃতত্ত্ববিদের মত হাঁটছিলাম।
বেলা গড়িয়ে গেছে।
ভগ্ন বিধস্ত ইটের স্তুপের শহর।
একটা স্তুপ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো-
জানো আমি কত সুন্দর প্রাসাদ ছিলাম?
আমার সামনে গোলাপের ঝাড়।
প্রতি বোধি পূর্ণিমা আমার
মাথার উপর দিয়ে যেতো।
আর রাতের আদম সূরত নক্ষত্রগুলো ছিলো
আমার নিত্য রাতের কথা বলার সাথী।
আমার গায়ে কি মায়াবী ফুলপাতার নঁকশা!
জ্যোৎস্নারাতে সেই ফুল পাতা সুবাস ছড়াতো!
সে সব আজ কোথায় খসে খসে পড়ে
ধুলোবালিতে মিশে গেছে।
আজ আমি এক ভূতুরে রুপকথা!
আমি বলি হুম!
সাঁঝ!
হঠাৎ কোরাস গেয়ে ওঠে
কারা যেন মাটির নীচ থেকে!
আমরাও ছিলাম...
আর আমরাও আছি...
দেখি নাই সুর্য
দেখি নাই চাঁদ
দেখি নাই আদম সুরত

দেখি নাই বসন্ত বাহার
আমরা মাটির নীচের এই ইটগুলো-
স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে
এখনো এসব ভগ্নস্তুপ মাথায় নিয়ে
বেঁচে আছি!
আমাদের কোন গল্প নেই
কোনদিন ছিলো না
কোনদিন হবেও না-
এ শহর যখন গমগমা
তখনও আমরা দাস ছিলাম
এ শহর আর নেই
এখনো আমরা দাস-
এখনো আমরা শুধু বেঁচে আছি
ক্ষয়ে গেছি- নিঃশেষ হইনি!
তবে হ্যাঁ, আমাদের পরিচয়েই
এ শহরের পরিচয়
তবুও এখনো আমরা-
কি যেন ইংরেজিতে একটা কথা আছে?
-থার্ড ফোর্স!
আমরা কালে কালে মাথায় করে
সভ্যতা ধরে রাখি
ধুলো মাটি বালির নীচে থেকে-
আমাদের কোন গল্প নেই
কোনদিন ছিলো না
কোনদিন হবেও না-

হতে পারে ডিলিউসন

হতে পারে ডিলিউসন।
অথবা হেলুসিনেশন! যা বল তাই।আমি সহজেই মেনে নেই সবকিছুই।
তবে আমার কাছে সত্য- সবাই আমার সাথে কথা বলে। আকাশ, মেঘ, সুর্য, চাঁদ, নদী, সাগর, পথের নুড়ি, পথের পাশে বুনোঘাস, বুনোফুল সব- পাখী থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত।
তোমাকে যেদিন একটি গোলাপ দিলাম- আর কিছু পাপড়ি- কিছু লেখা- তোমার হাতে দেইনি কেন জানো? তোমার পায়ের আঙুলগুলো বলেছিল- আমাদের কেউ কখনো প্রেমপত্র দেয়নি। তাই, তোমার পায়ের আঙুলে গুঁজে দিয়েছিলাম আমার লেখা।
সেদিন কি কান্ড- আমার মন যেন মাইক হয়ে বলছিল- আমার কিছু ফুল চাই- পথের পাশের ফুল গলা বাড়িয়ে বলছিল আমাকে ছিঁড়ে নিয়ে যাও- আমি আত্মদান করতে চাই তোমার কাছে।
আমি বলেছি না থাক- এক ক্রোশ হেঁটে আমি নিহত ফুলের বাজার থেকে একটি নিহত গোলাপ কিনেছিলাম। আর কিছু বিধস্ত পাপড়ি!

আমি ঘাসেদের বলছিলাম তোমরা থাকো আমার প্রিয়রা- আরো বেঁচে থাকো, আদমসুরাত আরও দেখুক তোমাদের- জোসনায় আরো গান গেয়ো- হ্যাঁ আরও ঘুরুক না মধুকরীরা তোমাদের চারপাশে।

আর ভালোবাসা বলছো- ওতো শুরু হয় আত্মহনন আর হত্যা দিয়েই। তুমি মানতে নাও পারো।

আমি তো আগেই বলেছি তোমাকে- আমি ডিলিউসনে আর হেলুশিনেসনে ভূগি। যদি আমাকে মানসিক অসুস্থ বল আমি বিনাবাক্যে মেনে নেই। হ্যাঁ, আমি আপালা, গোশা, আম্রপালি আর পাচীন গ্রীস, এসিরিয়ান, সুমেরিয়ান নারীদের কথা জেনেছি; কত সহজে তারা ভালোবাসা আর প্রেমের চোখে বাহুলতায় ঘিরে বিষ তুলে দিয়েছে প্রেমিকের মুখে।অথবা বুকে বুক মিলিয়ে বিষাক্ত খঞ্জর বিদ্ধ করেছে পিঠে।

তার মানে এই নয় আমি তোমাকে ভালোবাসি না।
আমি তোমকে ভালোবাসি বলেই- বিষকেও ভয় পাইনা- ভয় পাইনা খঞ্জরেকেও।

তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমি ডিলিউসন বা হেলুসিশনে ভুগি। আমার সাথে সবাই কথা বলে। নিহত, ছিন্নভিন্ন পাপড়িরাও...

দেখ আমার ভালোবাসার চিহ্ন-
দেখ আমি কত প্রেমিক-
দেখ আমি কত ভালোবাসতে পারি-
দেখ আমি তোমার প্রেমে কত উন্মাদ-
দেখ-তোমার চেয়ে আমার কাছে কিছুই বড় নয়-
না আকাশ-
না চাঁদের রাত-
না শ্রাবনের বৃষ্টি-
না কোন গোলাপ- অথবা পুরো একটা বসন্ত
অথবা আমি-
অথবা আমার প্রকৃতি
অথবা আমার বিশ্বাস
অথবা হয়তো আমার ঈশ্বর.......

শুধু ভুলে যাও এই ফসিল বৃক্ষকে

ফসিল বৃক্ষ-
তুমি আমাকে বললে,
তুমি উড়তে পারো-
উড়ে বেড়াও এক মেঘ থেকে
আরেক মেঘে পা রেখে রেখে
উড়ে বেড়াও-
বিশাখা, কার্তিকি,
লুব্ধক চাঁদ মংগল যা কিছু
পুরো আকাশ জুড়ে দৌড়ে বেড়াও-
শুধু আমাকে পৃথিবীটা দাও-
আমি এখানেই থাকি-
এখানেই এক ফসিল বৃক্ষ হয়ে!
আমি এখানে কলিহীন, ফুলহীন, পাতাহীন
আমি তোমার বাঁশি শুনি-
আমারতো পাতা নাই যা নাচবে,
অথবা ঝরিয়ে দেবো একটি ফুল,
তোমার পাশে- আনন্দ অশ্রুর মত!
তুমি উড়তে পারো
দেখ, আকাশের কোথাও না কোথাও
এক বিশাল মহুয়া বৃক্ষ দাঁড়িয়ে
হয়তো তোমার প্রতিক্ষায়-
নেশায় খসে পড়া
মহুয়ায় মহুয়ায়
নীচে বয়ে গেছে মহুয়ার নদী
পান কর আঁজলা ভরে-
ডুবে যাও আঁধারের ভালোবাসায়.....
শুধু ভুলে যাও এই ফসিল বৃক্ষকে-

হাথেরে কাঙ্কন মা লোউ দাপন

অর্থাৎ হাতের কাঁকন দেখতে আয়না লাগেনা।
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু ঘটে যার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়না। যখন কেউ তা বিশ্লেষণ করতে যান, তার সাধারণ অর্থ বদলাতে বদলাতে এমন একটা পর্যায়ে যায়- তখন আমরা কিছু পন্ডিত বর্গ তার একটা টাইটেল দান করে- নিজেরাও সম্মানিত হয়। ঐ গল্প শুনেছিলাম আর্ট গ্যালারিতে একটা সাদা ক্যানভাস দেখে এক পন্ডিত ‘আহ, চমৎকার‘ বলে মন্তব্য করেন। তাঁর সাথে আরো একজন ছিলেন - উনি জিজ্ঞেস কি- কি দেখলেন যে ‘ আহ, চমৎকার‘ মন্তব্য করলেন? উনি বললেন গরুর ঘাস খাওয়ার চমৎকার দৃশ্য!
- কোথায়- ওটাতো সাদা ক্যনভাস! প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন ঘাস গরু খেয়ে ফেলেছে - তারপর গরু চলে গেছে। এ গল্প আমরা প্রায় সবাই জানি।
আমরা কেউ কেউ পৃথিবীর নশ্বরতার কথা ভেবে মানসিক ভাবে সন্ন্যাসী হয়ে যাই। তপোবন বা সুন্দরবনে সন্ন্যাসীদের আর ঠাঁই নাই বাঘের ভয় আর বনদস্যুর ভয়ে।
বর্তমানে আমরা সবকিছুই দর্পণেদ দেখি- আমাদের জ্ঞান, অনুভূতি, পুর্ব অভিজ্ঞতার উপরেও আমাদের আস্থা নেই। এগুলো শিল্প বিপ্লবের পরে বিশ্বজুড়ে যে শিল্পপতিগণের জন্ম হয়েছে এখন তারাই ব্যবস্থাপনা দায়িত্বে আছে।
আমরা এখন নব বিশ্বের পুরানা কলেরগান। সে গান আর চলে না।
যেমন সরহ পা লিখিত ‘হাথেরে কাঙ্কন মা লোউ দাপন‘ বাংলা ভাষা- এ কথা বর্তমানের ভাষায় অনুবাদ না করলে আর বোঝা সম্ভব নয়। গ্রিক নাটক বা হোমারের মহাকাব্য, গিলগামেশ, শেক্সপিয়রের লেখা এবং অন্যন্য বিভিন্ন লেখা আজকের ভাষায় অনুবাদ না হলে কালজয়ী বা যুগপোযোগী বলে বিবেচিত হতোনা।
বাংলাভাষার প্রাচীন মধ্য প্রাক আধুনিক, আধুনিক, আধুনিকোত্তর - আমার কাছে মনহয় মুছে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পরেই আমাদের বংশধরেরা কবি আর কবিরাজ এর পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আমাদের জীবনের বস্তুগত পরিবর্তন অনুভব করতে পারলে- বিশ্লেষনের কি দরকার আছে?

আমি আজকাল বুঝতে পারিনা অনেক কিছু

আমি জিজ্ঞেস করলাম কালোর রং কি?
তুমি বললে পাথর-
আর লালের রং?
তুমি বললে আরো বড় পাথর
আমি জিজ্ঞেস করলেম নীলের রং?
তুমি বললে পাথুরে বিশাল পাহাড়-
আমি বললেম হলুদের রঙ?
উত্তর দিলে মরু পর্বত-
আমি জিজ্ঞেস করলেম সবুজের রঙ?
তুমি বললে ফেটে যাওয়া পাথুরে পাহাড়!
আমি চাতুরী করে জিজ্ঞেস করলেম
বলতো চাঁদের রং কি-
তুমি বললে বালির মত-
আর বাতাসের রঙ?
তুমি বললে জোনাকীর মত,
আর নদী-
নদী?
তুমি থেমে গেলে-
ভাবলাম - এইবার তোমাকে আটকে দিয়েছি-
তুমি বললে
নদী...
নদী...
নদী...
নদী কবরের মত!
আমি হতাশ-
আচ্ছা তোমার কি গোলাপ চোখে পড়েনা?

চোখে পড়েনা জ্যোৎস্না রাত?
রাতে গন্ধ পাওনা মাটির?
অথবা বৃষ্টি ভেজা ক্ষেত?
সমুদ্র সুর্যাস্ত?
প্রেম, নারী?
অথবা এক বোতল ভদকা?
অথবা মহুয়া?
হতে পারে সে বুনো গাছের মদিরা ফল-
অথবা বড় নাকছাবির
কোন বেদেনী-?
তুমি কি হোমার ফাউস্ট পড়নি?
তুমি কি পড়নি গিলগামেশ?
অথবা আরো সব গ্রন্থ-?
শোননি- সক্রেটিস এরিস্টটল
অথবা আলেকজান্ডার
অথবা সম্রাট অশোকের নাম?
আরো আরো কতকিছু
সুমেরিয়ান, এসিরিয়ান
তারপরে আরো কি যেন-
আরো কত কিতাব বগলী বোধি মানুষ -
অথবা চেঙ্গিস হালাকু.....
ভেজা রাতে চাঁদ-
বাঁশি, সেতার, এস্রাজ-
তুমি হেসে বললে-
'ম্যান ইজ মরটাল'
মানে - গরুর রচনা....

বিষন্নতার কথা

আজ আমি বিষন্ন !
কাহ্ন জিজ্ঞেস করলো কতটুকু বিষন্ন-?
আমি বললেম তোমার বনে যত ঝরাপাতা!
তাহলে তো বেশ-
ভরা বাদরে আওলোরে মেঘ
নাচিলো সরোবরো-ঝরো ঝরো
আঁখিলরো-বুকমাঝে ঝঞ্ঝা আবেগ-
তুঁহুঁ কোথা চাঁদ-জোছনা বিছাও
বিবর্ণ নিশি আজি-
মম বুকে দীপিকার প্রেমালো জ্বালাও...
জিজ্ঞেস করলাম-এ কবিতা কোথায় পেলে-? কাহ্ন বলল ভানুসিংহের পদাবলীর মত একটু ব্রজবুলী ভাষায় চেষ্টা করলাম। তোমার আবার মন বিষন্ন তো- পাঠ করে আমার কানে তো বেশ লাগলো শুনতে।
তোমার জন্য দুঃসংবাদ?
কি?
একটি পাতাও অথবা একটি ফুলের পাপড়িও তোমার বিষন্নতায় ঝরেনি।
তারচেয়ে তুমি গান শোন।
হ্যাঁ, সারাদিন পারশিয়ান(ইরানী) গানবাজনা শুনলাম।
আচ্ছা যাক সে কথা, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বল। বন জংগল টিলা না থাকলে তোমার অস্তিত্ব কোথায় কাহ্ন?
কেন জানোনা- আর কয়েকদিন পরেই আর্টিফিশিয়াল বন জংগল তৈরী হবে- পৃথিবীতে যত মরুভূমী আর্টিফিশিয়াল বন জংগলে ভরে যাবে- তারা মানুষের সাথে কথাও বলবে-
বল কি- কেমন করে?
কেন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোডিং, পৃথিবীর নতুন ভাষা!
তাহলে আমদের কাব্য, মহাকাব্য, ইতিহাস দর্শণের কি হবে?
কিছু একটা তো হবেই। কীলকের লেখাগুলো, হায়ারগ্লিফ যেভাবে পড়া হচ্ছে-

তাই হবে! লেখার কালের ব্যাপ্তি এবং মানবিক সৃজনশীল কল্পনার উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে সবকিছু। যুগের যা প্রয়োজন - যুগ তা মাটি খুঁড়ে হোক, বালি খুঁড়ে হোক আর সমুদ্র সেঁচে হোক-বের করে যুগের কারণেই।
চোখের জলের মুল্য অনেক-
বিষন্ন হও - কেঁদোনা.....
কাহ্ন বলে বাহ বাহ- আচ্ছা যদি নায়গ্রা শুকিয়ে যায়-
কত বছর লাগতে পারে? আমি বলি ধর, দশ হাজার বছর-
কাহ্ন হাসতে হাসতে বলে- ম্যান, এটা ২০২১ সালের আগষ্ট মাস!
যেমন তুমি আমাকে খুঁজে পেয়েছ?
এবার বল তুমি বিষন্ন কেন?
আমি কেন বিষন্ন?
আমার আকাশ যখন ছাই রঙ ধরে
আমার বাগানের ফুল পাতারা যখন
মুখ ফিরিয়ে থাকে-
আমি বিষন্ন হয়ে পড়ি
যখন আমার গানের পাখি
সুর ভুল করে-
কি আছে বল এই দেহে
কিছু রক্ত নালী-
কিডনি, লিভার, হার্ট, ফুসফুস আর
মস্তিষ্কের কিছু ঘিলু-
দেহকে আমি খুব বেশি হলে বলতে পারি
একটি জৈবিক ল্যাব-
এখানে কোন কোটরে বিষন্ন
জমে ওঠে আঁধারের মত-
কোথায়?
আমার বিষন্নতা জন্মায়

অথচ তোমার জন্য
আমি ছিলাম নায়গ্রা প্রপাত
আমি বিষন্ন হই
বিষন্নতায় ঝরি রাত্রিদিন
আমি অদ্ভুত স্বপ্নে দেখি
নায়গ্রা শুকিয়ে গেছে-
পড়ে আছে পাহাড়ের হাড়গোড়
তারা মুখ ব্যাদান করে বলে

একটি দুঃস্বপ্নে-
আমার মৃত দেহকে আমি নিজেই সমাধিস্থ করছি
এবং হাসছি তুমি আর আমি-
অবাক- আমার চোখেও জল নেই-
নেই তোমার চোখেও
বরং তুমি বললে
This is realty -
চোখের জলের অনেক অনেক মূল্য-

ভুসুকা

রৌদ্রকরজ্জ্বল।
ভূসুকা পা'র সাথে- বলা যায় ছায়াবিহারে।
ভূসুকা বলল একটি কবিতা শোনাও-
আমি আবৃত্তি করিঃ-
আমি মরুভূমীতে চলে যাবো-
চাঁদনী রাতে,
একাএকা,
নিরালায় বসে কাঁদবো!
কে আছে আমার এই নির্জন বিভূঁইয়ে,
এখানকার বৃক্ষদের কাছে-
আমি কৃতজ্ঞ
কৃতজ্ঞ নদীর কাছে-
কৃতজ্ঞ সূর্যের কাছে-
কৃতজ্ঞ চাঁদের কাছে-
কৃতজ্ঞ পাহাড় এবং সাগরের কাছে!
এবং গমের দানা-
এবং কুমড়োর ফুল-
এবং চিরোল পাতা-
এবং লেবুর গন্ধ-
এবং নাকফুলের ঘাসফুল-
আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে
চলে যাবো- নিরালা মরুভূমিতে
চাঁদনী রাতে-
একাকী অশ্রুর গীতল সুরে
নিভে যেতে যেতে।
কোন পথে- না পথ ভুলে-!

এখানে এসেছিলাম এই গ্রামে,
পথে যেতে যেতে অভিভূত-
সারা গ্রামে নঁকশীদার বাড়িঘর-
বাইরে ভিতরে গোলাপের ঝাড়-
সৌরভের আলো ঢালা পথ-
হঠাৎ তোমার সাথে
দেখা হয়ে গেল পথে
দুই বিনুনির সোনামুখি হাসির
কিশোরি আমার-
যদি বল পাখিদের গান,
যদি বল সুর সাত রঙে,
যদি বল ভাঁটবনে জোনাকির দল,
যদি বল নির্মেঘ আকাশের রাত,
যদি বল ফাগুনের আগুনের বন,
যদি বল বৃষ্টির রাত্রি শ্রাবণ-
যদি বল মন
যদি বল মন
যদি বল মন
মন-
ভুলোনা আমায় লেখা
রুমালের মতন!
আমি কৃতজ্ঞ জনক জনকীর কাছে
এবং কৃতজ্ঞ আমার ধাইমার কাছে-
এত কিছুর পরেও মনেহয়- আমি যেন
বিদেশ বিভুঁইয়ে- এই যে দেহ এও যেন
অচেনা গ্রাম-অচেনা ভাঁটফুল, অচেনা জোনাকী
অচেনা ফুল, অচেনা মুখ -অচেনা চাঁদ রাতের সৌরভ...

আমি মরুভূমীতে চলে যাবো
চাঁদনী রাতে
একাএকা
নিরালায় বসে কাঁদবো
সবার অগোচরে -
আর যদি বল মন
যদি বল মন
যদি বল মন
ফেলে যাবো-
তোমার আঙুলে
রেখে যাবো
মেহেদির রং.....
ভুসুকা বলল বাহ!

একটি বড় কাটা গাছ পড়ে আছে। কাটা গাছের কাছে ভুসুকা দাঁড়ালো। বলল দেখ গাছটার দিকে -বয়স বলতে পারবে? আমি বলি না- তবে শুনেছি শংকর মাছের লেজে প্রতি বছর একটি করে কাঁটা গজায়। হ্যাঁ, ঠিক তাই- গাছের কাটা জায়গায় দেখ- চক্রাকারে অনেক দাগ- রংয়ের ভিন্নতায় তুমি গাছের বয়স বের করতে পারো। সময়ের দাগ-। মানুষেরও তাই- সময়ের পরতে পরতে মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়তে সঞ্চিত হয়ে আছে অভিজ্ঞতা! যাকে আমরা বলি সভ্যতা!

ডুবে গেল চাঁদ অবশেষে

অবশেষে দুফোঁটা অশ্রু ফেলে,
ডুবে গেল চাঁদ-
ডুবে গেল চাঁদ অবশেষে-
নিরালায় নিভৃতে নিশুতি রাতে,
আমি চেয়ে দেখলাম!
রাতের ফুলেরাও গুটিয়ে ফেলে দল,
নিঃশব্দ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে,
ঝিঁঝি পোকারাও!
চাঁদ বলেছিল-
কেন এত বাঁচা?
মরে গেল যদি সব রূপকথা-
মরে গেল গল্প এবং কল্প বাগান-
মরে গেল আবেগী মানুষের চোখ থেকে
প্রেয়সীর মুখ-
আমি আর বিরানভূমি ছাড়া কিছু নয়
সবাই জেনে গেছে-
সুর্যের ফেসপ্যাকে আমি রূপবতী;
কিছুই নেই আমার-
না আছে জল-
না আছে আলো-
না বয় ফাগুনী বাতাস-
না আছে সুরভি ঋতু-
হ্যাঁ -না আছে সুরভি ঋতু-
বন্ধ্যা!
বন্ধ্যা একেবারে-
না বয় কোন নদী
না ডাকে প্লাবন
হয় না ঋতুমতি-

ধারণ করে না কোন ঘাসফুল-
মাতোয়ালা হয়না -
কোন মক্ষিকা!

এই কথা বলে-
দু'ফোটা অশ্রু ফেলে
ডুবে গেল চাঁদ!
কাহ্ন হাতে তালি দিয়ে মুচকি হেসে ফেললো- বাহ!
আমার অবাক লাগে- আমরা কোনদিন
ভাবতে পারি নাই কবিতা এমন হয়ে যাবে-
অর্থাৎ অন্তমিল যে হারিয়ে যাবে ভাবিনি।
কবিতার এই ধারা মানুষের জীবনকে
আরো স্পষ্ট করে তুলেছে- অন্তমিলহীন মানুষের জীবন!
আরো কিছু শোনাও কাহ্ন- শেষ রাতে এত কুয়াশার মাঝেও মনে হচ্ছে আমার চোখে ঘুম নেই। আসলেই ঘুম নেই। ভূপেন হাজারিকার নাম শুনেছো-
কাহ্ন বলে- না তো-
আমাদের যুগের একজন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী জীবনমুখী গান গাইতেন-
একটি প্রখ্যাত গান হল 'মানুষ মানুষের জন্য'
সেখানে একটি গানের লাইনে আছে 'মানুষ মানুষকে জীবিকা করে, মানুষ মানুষকে পণ্য করে' - যদিও এটা অত্যন্ত পুরোন কথা-তবে কেন জানি- এসব দেখে আমার কষ্ট লাগে- যখন দেখি মিছে গৌরবের আশায়- মানুষ নিজেই পণ্য হয়ে ওঠে অন্য মানুষের কাছে!
রাখো- কাহ্ন আমকে থামিয়ে দেয়! সমুদ্রের পাশে গিয়ে বসি- পূবের আকাশে আলো-আমিও তো চলে যাবো-
তোমার নির্জনতা ছেড়ে!

কাহ্ন’র সাথে কথা

চাঁদ শুধু সরোবর, নদী বা সাগরেই প্রশান্তির নীরবতায় খলবল করে ওঠেনা।
মরুতেও।
বালির ক্ষুদে ক্ষুদে সিলিকার আয়নায় রুপসী হয়ে ওঠে। রাতের মধ্য প্রহরে
আমি আর কাহ্ন- ঠান্ডা নামছে শিরশির করে-
কাহ্ন আবৃত্তি করেঃ-
যমুনা কিনারে হামি না বসিবো রাধে
চলে যাবো কূল ধরে আপিনিয়া সাধে।
এ শুধু হামারি দুখ, সহি আপনায়-
জানলু আপ্ন আগুন আপনারে ছায়
কাহ্ন কাহ্ন বুলি আঁখি ছলোছলো-
বুকত মাঝে দীপ জ্বলো জ্বলো
সে কহ সত্য কিনা, ন শুধু ছলনায়!
এমন নিঠুর কথা জিজ্ঞাসিবো কায় ?
জানো ন পিয়া সখী দেখ নাই মন-
অব হাম জানলু পিয়া বড় ধন-
এ মন কোকিল মতন কাঁদে সারাক্ষণ
নয়নক অঞ্জক চায় দরশন-
আওলো বসন্ত মোর ঘর পাশ
চাঁদনী রাতে ভরিলো সুবাস
ন থামিবো পিয়া মোর পন্থবিলাস
তুঁহু বিনা এ হামার নাই অভিলাষ!

আমি বললাম কাহ্ন- ব্রজবুলি?
কাহ্ন বলে- না, ধর ঐ রকম কিছু একটা। এ ধরণের কবিতার একটা নিজস্ব সুর আছে- কবিতা না বলে যদি পদাবলী বল- তাহলে মেলোড্রামাটিক সুর পেয়ে যাবে।
দেখ, কোন কোন মানুষের ক্ষমতা থাকে- মানুষকে বদলে দেয়ার। আচরণ বদলে দেয়ার ক্ষমতা। তারা সব সময় আলফা লেভেলের মানুষ-তা নয়-

কখনো কখনো সাধারণ মানুষের কথা মন্ত্রের মত শক্তিশালী হয়ে যায়।

হ্যাঁ, একটা সিনেমা- নামধাম মনে নেই- কোন এক দখলদার হানাদার বাহিনী - একটি আদিবাসী গোত্রের নেতাকে ধরে আনে- এবং ভীষণ অবজ্ঞায় বলে তুমি কেমন নেতা দেখাতে পারো?
সামনের বড় অট্টালিকার ছাদে বেশ কিছু আদিবাসীরা - নেতা তাদের দিকে শুধু তাকালো-তারা এগিয়ে এলো ছাদের কার্ণিশের কাছে- নেতা শুধু বলল- এসো- সবাই লাফিয়ে পড়লো উঁচু ছাদ থেকে-
একেই কি মন্ত্রশক্তি বলে-?
হ্যাঁ- মন্ত্রশক্তি! কোন আবৃত্তি করবে? শুনি-কাহ্ন বলে-
আমি আবৃত্তি করি- তখন পুর্ণিমার চাঁদ পশ্চিমে-
আমি কখনো কখনো
কেমন যেন হয়ে যাই-
আমার বাসায় কোন আয়না
আমাকে চিনতে পারেনা
আমাকে শান্ত করতে পারেনা
ঈষদুষ্ণ শাওয়ারের জল
আমি শান্ত হইনা কড়া কফি
অথবা চায়ে-
মনেহয় মাথায় যদি পুরো নায়গ্রা প্রপাত
ঢেলে পড়ে-তবুও-
আমি যেন কেমন হয়ে যাই
কখনো কখনো-
তার দিন নেই- রাত নেই
সেই কখনো কোন কালের ঘড়িতে
বাঁধা নেই-
আমি ভয়হীন
আমি শরমবিহীন
আমি বখাটে
আমার মন নেই-

আমার প্রাণ নেই
সেই কেমন হয়ে যাই
যখন একজন মানুষের
মুখ মনে পড়ে-
পাথুরে
অথবা গোলাপের পাপড়ি
নদীর মত জ্যোৎস্না
অথবা ফসলী মাঠের মত পাহাড়
অথবা ঝরা একটি বকুলের মাঝে
পুরো একটি তারার রাত
কেমন যেন হয়ে যাই আমি
মনেহয় তুমি যেন মেঘ
কৃষানীর কুলায় উড়ে উড়ে
শ্রাবনের রাত হয়ে গেছো
আর আমি একা একা বসে আছি
শ্রাবনের রাতে
মাথায় বৃষ্টির রিমঝিম
আমার খোলা বুকে
পঞ্চকলি হাত-
মন্ত্র পাঠ করে-
হয়ে যাও রিমঝিম রিমঝিম
আমি যেন কেমন হয়ে যাই-
ধূলো বালি
না স্বপ্ন?

আমরা সবাই আকাশে বাস করি

এ কথা কাব্য বা গদ্যের জন্য লিখিত নয়,
আমি বাস করি আকাশে
শুধু আমি নই- তুমিও
আমি তাকালেও আকাশ দেখি চারপাশে
চোখ বন্ধ করে থাকলে ব্রম্মান্ডের অনন্ত
আকাশকে অনুভব করি!
শুধু আমার পা দুটো পৃথিবী ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়-
শুধু আমার নয় তোমারও তাই!
আমার এখন ভাবতে দ্বিধা লাগে
আমি আকাশের না মাটির-
জীবনের কতটুকু সময় বল মাটির সাথে
মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটা
অথবা নদীতে
অথবা খুব জোর, পালংকে
অথবা মাটিতে শুয়ে থাকা
অথবা তুমি যেমন করে বল
নদীর কূলে-তুমি আর আমি নিরালায় বসে থাকি,
কোন এক ছইহীন নৌকোয়-
হতে পারে বিকেল
হতে পারে বেলে চাঁদনীরাত
অথবা ঝুম বৃষ্টিতে
কোন পদ্ম শালুকের ঝিলে
শুধু তুমি আর আমি-
বিকেলের সোনা রোদও

লাল রেশমীর দুই হাতে আড়াল করে রাখো
আবার বৃষ্টি এলেও তাই
আবার মেঘ ভাঙা জোস্নাতেও-
আমার ভয় কত জানো?

তুমি ধানক্ষেতের আলপথে হাঁটলেও
তোমার পায়ের আলতা
আরো লাল হয়ে উঠবে ঘাসের ধারালো ছোঁয়ায়
হ্যাঁ যা বলছিলাম-
আমরা মারা যাই মাটির জন্য
আর জীবনের বোধদয় ক্ষণ থেকে
আমাদের বাস আকাশে-
আমরা আমাদের স্বপ্ন নিয়ে
আমাদের বিশ্বাস নিয়ে
আমাদের দুঃখ নিয়ে
আমাদের ভালোবাসা প্রেম
যাই বল-
আমরা আকাশের দিকে তাকাই
আকাশের সাথে কথ বলি
আকাশে পৌঁছে দিতে চাই
আমাদের অনুনয়
আমাদের কষ্ট
আমাদের প্রার্থনা

সব সব সবকিছু-
আর তুমি বল শ্বাস
আমি বলি আকাশ
কবে যে কখন আমি জানি নাই

আকাশের ভিতরে
না আকাশ বুকে নিয়ে
আকাশেই সাঁতরে বেড়াই-
তুমিও সাঁতরে বেড়াও
আমার কানে কানে পৃথিবীও বলে তাই-
পৃথিবীর এত বয়স হয়ে গেল
অথচ আমরা কেউ জানি না
উপলব্ধি করি না- ভাবি না
আমরা সবাই আকশে বাস করি-
শুধু পা ছুঁয়ে থাকে মাটিতে!
আর শুধু মৃত্যুর জন্য তাকাই
মাটির দিকে!

আরেক কবি

হঠাৎ তন্দ্রায় কে যেন সামনে এসে দাঁড়ালো।জিজ্ঞেস করলাম-কে ভুসুকা-না অদেখা? অদেখাকে মনে আছে আপনাদের-? ও বরাবরই রসিক- রাশিয়ার উপকথায় নাউমবেয়াই যে চরিত্র - ওই হলো আমার অদেখা- প্রচন্ড ঝামেলায় ফেলে আমাকে প্রায় সময়। একেবারেই মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র।
আর ভুসুকা, কাহ্ন এদের সবার চেনার কথা। তন্দ্রায় যে ছায়া দাঁড়িয়ে ছিল- সে পরিচয় দিল- ভুসুকা কাহ্নের কয়েক পুরুষ আগে- অনার্য।
জিজ্ঞেস করলাম তুমি অনার্য কেন- ও বলল- আমাদের কোন গ্রন্থ নেই- শুকর শেয়াল নেউলের পথ ধরে আমরা চলি- ওদের চলার পথ দেখেই আমরা বুঝতে পারি কোন পথে গেলে খাবার উপযোগী ফল জল পাওয়া যায়।
অভিজ্ঞতার গল্প শুনেছি পিতামাতা পরিবারের অন্যদের কাছে থেকে- আর বাস্তবতা শিক্ষাগুরু ঐ পশু পাখীরাই।
আমি তন্দ্রায় ভাবি ও বুনোদের কথা শুনে লাভ কি?
সাথে সাথে লাফিয়ে পড়লো এক তাসের জোকার- এসেই বল্ল একটা ব্যবসা শিক্ষা দিয়ে দেই- আমি বলি যেমন-
তুমি চুনোপুঁটির ব্যবসা শুরু কর- ধর- তুমি দুই রুমের একটা অফিস নিলে-
আমি বলি তারপর?
মাঝে দেয়ালের বদলে তুমি একটি ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেবে। তুমি ভেতর থেকে চুনোপুঁটি মাছ দেখালে এপার সবাই দেখবে বিশাল একটা মাছ।
তুমি
তোমার ব্যবসা করে শুরু করে দিলে- ব্যাস! চুনোপুঁটির রাঘব বোয়ালের ব্যবসা। দেখনা আজকাল জমজমাট!
গাড়ী বাড়ি তাড়াতাড়ি
আছে কত পুরোন বোতল সারি সারি
যাই বল, শরাব মদ অথবা তারি
আধুনিক হেরেমে- সুন্দরি নারী
নেই এতে অপমান
টংকায় গরীয়ান ।

-আমি এটা পারবো না অনার্য।
-তোমার ক্ষমতা থাকলে তো?
-বেশ তুমি কর-
-আমি অনার্য, ভুসুকা কাহ্নের পূর্বপুরুষ
আমরা জীবন শিখেছি বুনো শুয়োরের কাছে, পাখীর কাছে-ইদুরের কাছে-
আমাদের কোন গ্রন্থ নেই- আমাদের গুগল নাই
গাছের ঝরা পাতায় জমা জল আমদের কাছে অমৃত-
নারী নেই- কোন এক পাগলী আমার স্বপ্ন
ওকে নিয়েই ঝরা পাতার শব্দে গলা মেলাই
গলা মেলাই ঝরণার সাথে-
ও পাগলী তখন আমার কাধে মাথা রেখে চুপ করে থাকে
বুনো জুইয়ের ঝোপের পাশে
চাঁদনী রাতে আমরা বসে থাকি-
আমার কথা জ্যোৎস্না হয়ে যায়
আর ওর কথা সুবাস হয়ে ছড়ায়
আমরা অনার্য-বুনো-আমরা শুধু জীবন চিনি
আমরা সম্পদ চিনিনা-
আর তুমি তো আর্য- সভ্য মানুষ-
তোমরা গ্রন্থ নিয়ে হাঁটো......

আমি জীবন শুনতে চাই

তখন আমার নাম কাহ্ন,
বিষমাখা তীরধনু হাতে
টিলার পাদদেশে
সবুজ ঘাস বিছানো
হিরের গুড়ার মত শিশির
শুকায়নি তখনো-
আমি কি খুঁজি আমি জানিনা
বুনোফুল
না প্রজাপতি
না একটি মায়াবী বিকেল
না একটি মায়াবী সাদা পালকের বুলবুলি
না একটি মহুয়া বৃক্ষ-
আমি কি খুঁজি
সত্যি আমি জানিনা
তখন আমার নাম কাহ্ন
আমি ঝরাপাতাকে বলতাম
আমি গল্প শুনতে চাইনা
আমি ফুলকে বলতাম
আমি গল্প শুনতে চাইনা
আমি চাঁদ, মেঘ বৃষ্টিকে
আকাশ, পাখী, জোস্নাকেও বলেছি
আমি কোন গল্প শুনতে চাইনা

আমি জীবন শুনতে চাই-
দূরে-বহুদূর থেকে বিকেলের রোদে
ঘাসের মাঠে যেন আকাশ থেকে
নেমে এলো একা চিত্রা হরিণী-
জানো, আমার ধনুকের ছিলকায়
বিষাক্ত তীর যোজন করলাম
ও, ওই চিত্রা নির্ভয়ে এগিয়ে এলো
বলল আমি জীবন বলতে এসেছি
গল্প নয়-
তবে আমি জীবন বলে
চিরতরে চলে যাবো
তোমার কাছে আমি হয়ে যাবো ফসিল-
হ্যাঁ, তখন তুমি ইচ্ছে যদি হয়
তীর ছুঁড়তে পারো-
আমি কাহ্ন মেঘ হয়ে ঝরছিলাম
আকাশ ভিজিয়ে...।

মানুষ

আমার চিকিৎসক অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ওষুধগুলো খাবেন, তাতে দশটা এগারোটায় ঘুমিয়ে পড়বেন। আজও নিয়মিত খেয়েছি। কিছুটা ঝিমুনি আসে-
মনে হল শালবনের ভিতর দিয়ে হাঁটছি- বড় বড় শুকনো পাতা মারিয়ে যাচ্ছি- আমার পায়ের শব্দ আমি শুনছি- একা একা -যে পথ- সে পথে কদাচিৎ মানুষের পা পরে।
পাতার ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণিমার আলো-অন্ধকারে এক অস্পষ্ট ছবি-সাদা কালো-রং হীন! কাহ্নকে আজকে পাইনি- এক ভরাট গলায় কে যেন বলল-কাহ্ন আজ নেই- আমি শান্তিপা-
আমি অবাক-আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছি- বললাম প্রখ্যাত দু লাইন শোনাবে? প্রখ্যাত? হা হা করে সে হেসে উঠলো-বলল ঘুমুতে যাও-
আমি বললাম- আগে সেই দু' লাইন-শুনেই যাবো- আবার কাল লিখবো-আগে তোমার সেই দু' লাইন-
আচ্ছা-
"কূলে কূল মা হোইরে মূঢ় উজুবাট সংসারা।
বাল ভিনু একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধরা।।

হা হা করে সে আবার হেসে উঠলো- আমি জানি-সারা রাত ঐ হাসির জলধ গম্ভীর শব্দ আমার মাথার ভিতর বাজতে থাকবে-
আমি বললাম- অর্থ বল-
সে বলল- ঘুমুতে যাও-
আমি বললাম- অর্থ বল-

আচ্ছা-অর্থ হল-হে মূঢ় কূলে কূলে ঘুরে বেড়িও না, সংসারের মধ্যেই আছে সহজ পথ, বালকের মত অন্য ভুল পথে যেও না- তবেই পাবে তোমার সামনে সোনা বাধানো রাজপথ-
আমি ভাবছিলাম-ও যেন আমাকেই প্রায় হাজার বছর আগে -এ কথ বলেছে-
উঁহু- ঘুমুতে যাও- আবার কাল লিখো- রাত পোহালে-বুদ্ধি খোলে-যাও-

আমিও ভাবলাম আবার কাল লিখবো- তবুও বললাম- একটি প্রশ্ন মাথায় এলো যে- বলে যাও-
শান্তিপা বলল- কি?
আমি বললাম- মানুষ কি?
-মানুষ? কথা, উপকথা আর রুপকথা-(শান্তিপা আঁধারে মিলিয়ে গেল)...

হোমার

আমি আলপনার বিছানায় শুয়ে পড়েছি-শান্তিপা ধমকে দিয়েছিল গত রাতে।
আমার মাথার ভিতরে বৃষ্টির রিমঝিম -সামনে একটি পদ্মপুকুর- সিঁড়ি ধরে
আমি নেমে যাচ্ছি- জলের শিহড়ন পা থেকে মাথায়-খুব ভালো লাগছে-হ্যাঁ-
চাঁদ জ্যোৎস্না- আর তুমি-
মুক্তার তসবী পাঠ করে মন-
মুক্তার তসবী পাঠ করে যায় এ চেতন-
মুক্তার তসবী পাঠ করে এই অবচেতন -
সিড়ি ধরে আরো আরো গভীরে...
আরো আরো গভীরে....
পাথরের পথ ধরে-
যোদ্ধাদের রথ-
তীর বেগে দলে দলে-
খুরে, চাকায়
আগুনের ফুলকি জ্বেলে যায়!
আমার বৃষ্টির রিমঝিম ঘুম ভেঙে যায়,
তখন অলৌকিক জ্যোৎস্নার আলপনার বিছানায়।
ওমা, আমার হাত হাতড়ায় কেন অন্ধের মত-
কেন অন্ধের মত আমার পা হাতড়ায় -
আমি তো অবাক!
বল, আমার দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছে কে?
বল, আমার দু' হাতের কব্জিতেও
কে বেঁধেছে ঘুঙুর?
আমি হাতড়াতে হাতড়াতে-
দরোজার কাছে যাই-
বসে পড়ি সিঁড়িতেই।

দরোজা খুলি,
সিঁড়ি ধরে চার পা নামি-
ঘোড়াদের খুরেও কি ছন্দের ঝড়
যুদ্ধ রথ ছুটে চলে অবিরাম
আমার নাকে ধুলো আর পাথরের গন্ধ-
যুদ্ধবাজ ঘোড়াদের গায়ের ঘামে আর
বাতাসও যেন রক্তের স্বাদ-
আমি দেখছি না কেন?
আমি সিঁড়ির উপরে নড়চড়ে উঠলাম-
কে যেন বলল-
অন্ধ কবিকে কিছু দান কর-
আমি কৃতজ্ঞতায়-
আমার পায়ের হাতের ঘুঙুর বাজিয়ে-
আরো জোরে ঝুন ঝুন-ঝুন ঝুন-
হাত পা নেড়ে ছন্দ তুলে-
কি - কি যেন আবৃত্তি করছি- কার যেন প্রস্বশস্তি
কে যেন আমার হাতে
ছোট এক থলে মুদ্রা দিয়ে গেল-
কে এই মহামতি -?
প্রশ্ন করি-
যিনি উত্তর দিলেন-
তিনি রণক্ষেত্রের পোশাকে সজ্জিত,
ঝন ঝন করে উঠলো শরীর-
আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম-
কে যায়-রণভূমে- কোন মহামতি-?
সে উত্তর দিল- একিলিস-
একিলাস? তাহলে আমি কে?

আমি কোথায়-?
উনি বললেন -
কেন মহাকবি-?
আপনি কি আপনার নাম ভুলে গেছেন-?
হ্যাঁ - না-আমি তোতলাতে থাকি-
সে বলল সেই জন্মান্ধ কবি আপনি-
তবুও আপনি আকাশের নক্ষত্রগুলো হাতের
মুঠোয় নিয়ে খেলা করেন-
আপনি দেখেন- ঘোড়ার খুরে আগুনের ফুলকি
বাতাস আপনার শরীরকে বলে দেয়-
ঋতুর কথন-
ফুলের রেনুরা উড়ে উড়ে এসে-
কথা হয়ে যায়-আবৃত্তি হয়ে যায় আপনার ললিত কন্ঠে-
আপনার চোখের ভিতর সমুদ্র-
সেখানে ছপ ছপ করে চলে হাজার রণতরী !
আর ও কে- তাবুর ভিতর?
আধো অন্ধকারে -
সুবাসিত স্নানের টবে-ডুব দিয়ে আছে-?
ভূস করে মাথা তোলে-
শরীরে লেগে থাকা নিহত সেনাদের রক্ত-
সব তার
ধুয়ে যায় সুবাসিত জলে-
আর আলো আঁধারিতে ফল ও ফুলের ডালা হাতে
অপেক্ষমান সুন্দরী নারীদের দল-
নর হত্যায়-ক্লান্ত একিলিস-!
এ যদি একিলাস!
তবে আমি কে-?

কে আমি-
আমি কি-
জন্মান্ধ সেই- গ্রীসের পাথুরে রাস্তায়
গাঁথার কথক-?
কি যেন নাম ছিল তার-?
হোমার-হোমার?

রিমঝিম বদলে যায় ঝন ঝনে তলোয়ারের শব্দে-
বার বার জ্বলে ওঠে আগুনের ফুলকি-
শান্তপা'র ভরাট গলায় সেই দুই লাইন-
"কূলে কূল মা হোইরে মূঢ় উজুবাট সংসারা।
বাল ভিনু একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কন্ধরা।।
হারিয়ে গেল-তলোয়ারের শব্দে-
আর তখন- নর হত্যায়-ক্লান্ত একিলাস-!
আর আলো আঁধারিতে ফল ও ফুলের ডালা হাতে
অপেক্ষমান সুন্দরী নারীদের দল-

বিস্মৃত

বলতে পারো
মনে নেই এর গল্প-
আমার কাছে সন তারিখের বালাই নেই-
ওর সাথে দেখা আমাজন নদীতে
একটি কাঠের জাহাজে-
ওরা সবাই হুঁম হুঁম গোঙানির শব্দ তুলে
তালে তালে বৈঠা বাইছিল!
ওদের গলায় গাছের বাকলে তৈরি ফাঁস
একজনের গলার সাথে আরেকজনের
ফাঁসের গিট্টু দেয়া-
রক্ত ঝরছে- কারো খেয়াল নেই
আধবোঁজা চোখ -
বুকের ভেতর থেকে হুঁহ -হুঁহ- হুঁহ-
শব্দের সাথে শরীর ঋজু করে বৈঠা বাইছে
ওর পাশে দাঁড়ালাম- ওর চোখের মত চোখ
আমি কখনোই দেখিনি- একজোড়া সবুজ টিয়ে
অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম - কতক্ষণ মনে নেই-
হঠাৎ ওর নির্লিপ্ত চোখ আমার দিকে তাকালো
আমি বললাম- তোমার নাম?
ও তাকিয়ে থাকলো-আধবোঁজা চোখে-
বুকের ভেতর থেকে হুঁহ -হুঁহ- হুঁহ-
বৈঠা চলছে-
সবুজ টিয়া পাখির মত চোখ- চুপচাপ
আমি আবার বললাম- তোমার নাম?
পালক ঝাপ্টা দেয়ার মত পাপড়ি যেন নড়ে উঠলো
যেন বলল - নাম তো কতই-

মনে করে পরে বলবো- আচ্ছ বলি-
- এ হলো আমার মনে নেই এর গল্প-
-আমি বলি-বল শুনি-
-কোনটা বলবো? আচ্ছা এটাই বলি-
অবশেষে আমিও ধরা পড়লাম-
বার্চ গাছের বাকলের ফাঁস পরানো হল গলায়
দুই হাত বাঁধা হল পিছমোড়া করে
তারপর অনেকের মতই
অন্ধকার ঘরে বন্দী
পাতার ঘরে পড়ে থাকলাম
কতদিন কত রাত কে জানে-
ও হেসে বলল-
বলেইছি তো এটা মনে নেই এর গল্প!
প্রথমে প্রথমে বার্চ গাছের দড়ি খোলার চেষ্টা করতাম
একদিন মনে হল-
ঐ দড়ি আমার হাতের মাংস কাটতে কাটতে হাড়ে ঠেকেছে
সেদিন থেকেই ওই নড়াচড়া বাদ দিলাম-
বরং চোখ বন্ধ করে নীলাভ সাগরের তীরে যাই-
শিষ দিয়ে বাঁশি বাজাই জ্যোৎস্না রাতে-
আর দৌড়ে বেড়াই-বুনো কেয়ার ঝোপের ভিতর দিয়ে
হা হা করে হেসে বেড়াই- কেয়ার রেনুতে আমি
আমি জোন্নামাখা হয়ে যাই-কি অপরুপ
পৃথিবীর গন্ধ-
আমি বলি অসধারণ- অসাধারণ কবিতা-!

ও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে-
হ্যা হ্যা পুরুষেরাই প্রথম কবি হয়ে উঠেছিলো -
ওর দুই চোখ যেন আরো সবুজ হয়ে উঠলো...
ভুলও হতে পারে আমার- নারীরাই প্রথমে প্রকৃতির কবি
চাষীও বলতে পারো -
আর আমিএকদিন দেখলাম-ঋজু হয়ে এক নারী যেন নাচতে নাচতে কি অপূর্ব হাতের
মুদ্রায় মেঘ পায়ের ছন্দে বৃষ্টি ভিজিজিয়ে গমের বীজদানা-ফেলে যাচ্ছে- মাটির উপর-
আর কি সুরেলায় বসন্তের গান গায়-
আমি মরে গেলাম আর কবি হয়ে গেলাম-
ঐ তোমরা যাকে বল- প্রেমিক হয়ে গেলাম!
তারপর ওকে নিয়ে আমি কতবার
মেঘে শুয়ে থেকেছি-
ভিজেছি চাঁদ বৃষ্টিতে-
তারপর এই কাঠের জাহাজে
পথেপথে কত কথা, কত উপকথা, কত রুপকথা
যখন গলায় ফাঁস লাগানো আমাদের
দল বেঁধে তাড়িয়ে আনা হল-
ঘাসেরা পা জড়িয়ে কাঁদলো-
বুনো ফুলেরা বলল মেরে ফেলে যাও আমাদের,
পায়ে মাড়িয়ে
আর সে- পাতার আড়াল আড়াল দিয়ে এসেছিল -
অনেক দূর-
আমি ইশারায় তাকে ফিরে যেতে বলেছিলাম-
সে দাঁড়িয়েছিল যতক্ষণ আমাকে দেখা যায়-
আমি জানি আমাজন নদী কেঁদেছিল
কয়েক লক্ষ বছর ওর দুই চোখে-
আবেগ তাড়িত আমি প্রশ্ন করি-কেন?

পরে বলবো-
শুধু সূর্য হেসেছিল-
আমি ব্যথিত হয়ে জিজ্ঞেস করি- কেন?

ও বল্ল- পরে বলবো-
তারপর এই জাহাজে-
তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এক মন্দিরে
বেদীতে চিৎ করা হল জোর করে ধরে
আমি দেখলাম সেই পুরোহিতকে-
ঝপাৎ করে রক্তাক্ত ছুরি আমার বুকে বসিয়ে দিল
হাত দিয়ে টেনে বের করলো হৃৎপিণ্ড
আমি দেখলাম- তারপর মনে নেই-
আমি বিসর্জিত হলাম- দেবতার চরণে!
আমি বলি না না তুমিতো এখনো এই জাহাজে-
ও হেসে উঠলো- আমি তো পরের গল্পই বলছি-
বলেছি না আগে
আমার কোন কাল সময় বলে কিছু নেই!
আমি বিস্মিত হই- শুধু অস্ফুটে বলি- ও
আর সূর্য কেন হেসেছিল?
ও, সূর্য আমাকে মনে করিয়ে দিল-
পৃথিবীতে সবাই সবকিছু-
বিসর্জনের জন্যই জন্ম গ্রহন করে-
আর সেই তোমার তাকে তুমি ফিরিয়ে দিলে কেন?
তার গর্ভে আমি যে ছিলাম-
আর তোমার নাম?
বলেছিতো-
এটা মনে নেই এর গল্প....

মহাশূন্যে

তুমি বললে
তুমি একদম হৃদয়ের সাথে লেগে আছো
আমরা নীল সমুদ্রে তখন, জ্যোৎস্না নিয়ে সমুদ্র ঢেউয়ের কি খেলা! জানো ঢেউ কোনদিন সমুদ্রকে চিনতে পারে না। সমুদ্র অতলান্তিক - আর ঢেউ? সেতো শুধু বহমান- বাতাসের- দূর থেকেএসে দূরে চলে যায়-কখনো উষ্ণ কখনো বা আদ্র-তারপরেও আমরা নীল সমুদ্রে তখন, তুমি ছিলে আমার বুকের সাথে, অতলান্তিক সমুদ্রের মত আমার পাঁজরের নীচে-
হঠাৎ সামুদ্রিক জলস্তম্ভ
আমাকে ছুড়ে দিল শূন্যে
শূন্যে বললে ভুল হবে
একদম মহাশূন্যে
সেও এক অন্ধকার অতলান্তিকে
আমি মহাশূন্যকে বললাম
তোমার বাতিগুলো গেল কোথায়?
মহাশূন্য বলল কেন তোমার বুক পকেটে-
আমার বুক পকেটে?
হাতড়ে দেখলাম এক ফর্দ ভাঁজ করা কাগজ
আমি খুললাম-
খুব পুরনো লেখা- অনেক পুরোনো?
হ্যাঁ, তবে অতীতের নয়-
ভবিষ্যতের দিক থেকে-
মহাশূন্য বলল কি লেখা আছে?
আমি পড়তে শুরু করলাম-
আমি আকাশে অজস্র ফুলের গাছ লাগালাম
আকাশ বলল- এ গাছ কি করে হবে?

কেন- আমিতো ভালবাসার মাটি বিছিয়ে রেখেছি
আমি কি ভাসাইনি বিরহের মেঘ?
আমি কি ঢালিনি শ্রাবণ দিনে রাতে?
আমি কি দেইনি রংধনুর সব রং ঢেলে-
আকাশ বলল
হুম, সব জমা আছে অন্ধকারের অতলান্তিকে
দেখা যাক-!
আমি আর পড়তে পারছিলাম না
কেমন যেন ম্লান হতে হতে মিশে গেছে....
আমি বুক পকেটে আবার ভাঁজ করে কাগজটি
রেখে দিয়েছি-
নিচে শূন্য ছিল! শূন্য কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রে ভরা!
লুব্ধক, চিত্রা, বিশাখা, আদমসুরাত,ধ্রুব -
কার্তিকি-আরো কত!
আকাশ গঙ্গায় ভেসে চলেছে সব-সব,
চাঁদ সূর্য তো আছেই-
ওখানেও সেই জন্ম মৃত্যু প্রেম বিরহের খেলা-
আমার বুক পকেটে কাগজে
লেখা কি ভবিষ্যতের?
শূন্য নির্লিপ্ত জবাব দিল হ্যাঁ -
আমি মহাশূন্যের ডিম থেকে ফুটেছি কোন ভবিষ্যতে।
মনে নেই কবে থেকে আমার পেটে ডিম আসতে থাকে।
সব ছিল শূন্য শূন্য শূন্য -টাস টাস করে ফুটে যেতো জন্মের পরেই-
একবার হঠাৎ শূন্য না হয়ে কি যেন হলো-

আমি ওর নাম দিলাম- এক
এক জন্ম দিল - দুই-
দুই জন্ম দিল-তিন-
ওভাবেই কবিতার শব্দগুলো আর
গমের দানা থেকে বিট কয়েনের গল্প
মৃত্যু আর জন্ম
অতীত বল আর ভবিষ্যত বল
এক বিনিময়ের খেলা-
মাঝখানে
কথা উপকথা আর রুপকথা
আমি বলি- আচ্ছা যাই হোক
আমার বুক পকেটে ভাঁজ করা কাগজটি থাক...
যদি তুমি হৃদয় ফিরে নাও-যখন মাটি পাবো-
আমি কাগজের কথাগুলোই
বুনে রাখবো- নাহয় হবে কোন নিষিদ্ধ বৃক্ষ....

নেশায় বুঁদের জলসাঘর

অলিম্পাসে জিউসের প্রধান মন্দিরে শুধু পিলারগুলো দাঁড়িয়ে-কেউ নেই-
সুনসান!এখানে আর কেউ আসে না, দেয়না কেউ নৈবেদ্য-এমন কি
সাধারণভাবে প্রণামটুকু। এখানে কোন এক সন্ধ্যায়-আমি একা-তখন আমার
মনের ভিতরে যেন ওমর খৈয়াম এসে দাঁড়ালো - আবৃত্তি করলোঃ
"বলছে লোকে জামশিদের, নেশায় বুঁদের জলসাঘর-
সেথায় এখন সিংহ চরে, গিরগিটিরা ধূলার পর!
বাহরাম নামে সে শিকারী, চারদিকে যার প্রতাপ জারী,
বুনো গাধার ক্ষুরের শব্দ, আজকে কাঁপায় তার কবর"!
হ্যাঁ,
শুধু কিছু ভবঘুরে দেখতে আসে-মন্দিরের নির্মাণ শৈলী-আর কথা উপকথা
রুপকথা -সব আজ বিধস্ত স্তুপের আড়ালে-বুনো ঝিঁঝিঁদের সাথে সুর মেলায়-
অন্ধকারে দূরের লাইটপোস্টের আলো-
আঁধার যায়না। না কি থই থই জল? না কি জল থই থই!
হ্যাঁ, একটা বোট।
অন্ধকারে গোলুইয়ে কে যেন বসে-
মনে হলো- আমার অপেক্ষায় -
আমি এগিয়ে গেলাম-
সে আমাকে বোটে উঠতে ইশারা করলো-
আমার হাতদুটো পকেট হাতড়ালো-
নেই- পকেটে কিছুই নেই-
আমি বললাম আমার কাছে পারের কড়ি নেই-
সে আবার বোটে উঠার জন্য ইশারা করলো-
আমি বোটে উঠে বসলাম-
জলের ভিতরে থাকতে থাকতে,
পাথর হয়ে যাওয়া সিডার গাছের কাঠের
হাজার বছরের পুরোন গন্ধ পেলাম!

আমি কি তবে নেই?
ছপ ছপ করে বৈঠা পড়ছে-
খুব ধীর লয়ে-
মেঘ আর চাঁদ ভেঙে চৌচির...
আমার কি তবে অন্য কোথাও যাত্রা শুরু?
পকেটে কড়িও নেই- এপারের- ওপারের-
আমি যে এত শূন্য- এই প্রথম আবিস্কার করলাম!
এত কিছুর মধ্যেও তোমার কথা মনেহয়-
তোমার পা- তোমার হাতের আঙুল-
অসাধারণ চাঁদমুখে লতানো নীলকন্ঠি ফুল-
কথা কয়- আমি এখানে বসে ভাবি-
মানুষের দুঃখ, কষ্ট, শোক, ভালোলাগা, মন্দলাগা,
হাসি কান্না, অনুযোগ, অভিযোগ, রাগ বিরাগ অনুরাগ-
এ সব যেন নানান রঙের ফুল- একটি মালায় গাঁথা- তার নাম ভালোবাসা!
আমি কি এসব কথা-
অলীক অবস্থান থেকে ভাবছি-?
ও শব্দগুলোর দ্বন্দ্ব আমি দেখি-
আমি তোমার চোখে তাকিয়ে কতদিন হেসেছি
কতদিন হেসেছি- কতদিন হেসেছি-
আর দেখেছি আমার নিঃস্বতাকে
এবং আমার নিঃসংগতাকে-
হা হা করে হাসতে দেখেছি
আমার চারপাশের সব কিছুকে-
মেঘ, আকাশ, চাঁদ, পাখী, পিঁপড়ে-এমন কি
পথের ঘাস-কংক্রিটের রাস্তা, ভাংগা রিক্সাকেও!
কখন যে নিস্তব্ধতায় ডুবে গেছি-!
আর চারপাশে জল- আকাশ হয়ে গেছে-
নক্ষত্র জ্বলে আছে-

দূরে একটি নীলবাতি জ্বলছে আর নিভছে-
আমি আপন মনে বলে উঠলাম-ওটা কি-
এতক্ষণে উনি বললেন- আমরা ওখানেই যাচ্ছি-
ওটা একটা উড়ন্ত শকট! সসার বা যান্ত্রিক গ্রহ-
জানিনা কোন সৌর স্রোতে ভাসমান-
আবার যেন জলের শব্দ পেলাম-
অন্ধকার এক ঘাটে-
বনের ভিতর দিয়ে পথ- গাছেরা কথা কয়-
খুনসুটি করে পাখিরা -
গাছের শিকড়ে বাকরে পিঁপড়েদের বাসা-
ওরা বলছিল-পৃথিবীর সব কবরগুলোও
বিষাক্ত লাশে ভর্তি এবং মানুষের মনে কোন নির্জনতা নেই- নেই কোন
অশ্রুমতি চোখ-
সেখানে কেরোসিনের বাতি আর জ্বলে না -
পাখা ঝাপটিয়ে
উড়াল দিয়ে আর মরে যাওয়ার আনন্দ নেই-!
এখানে কি সবকিছুই কথা বলে? উনি বললেন- হ্যাঁ,
আমি জিজ্ঞেস করি- এ গ্রহের নাম কি-
কে যেন মাইক্রোফনিক শব্দে উত্তর দিল - আমার নাম-মেধা!
আমি অনন্ত ভবিষ্যতের স্রোতে ভাসমান গ্রহ!

কাহ্ন

কহো,
কোন প্রাচীন বৃক্ষপত্র,
পুড়াইয়া কোন গুনবতী জননী,
কাজল বানাইয়া তোমার
মেঘবতী আঁখিতে দিয়েছিল রাধে-
তাই বুঝি হাজার বছরের বাসন্তী সুর,
বাসন্তী ঘ্রান, বাসন্তী হলিতে
বৃক্ষের সারি- নিমজ্জিত মেঘে আর চাঁদে,
তোমার আঁখি পল্লবে পল্লবিত হয়ে
এই কাহ্নের প্রাণে প্রেম হয়ে সাধে!
আমি কাহ্নের দিকে তাকিয়ে হাসি
কাহ্ন কি সান্ধ্য সংগীত ভুলে গেল
ও কি বিপাশনার গভীর ধ্যান থেকে
ভেসে উঠলো-? আমি হলফ করে বলতে পারি
নির্জনতা ভাংগেনি
কোন পাতার মর্মর ধ্বনি! তবে?
আমি বলি- আমাদের সময়ের একটি
গান মনে পড়ে গেল-
কাহ্ন বলল গাও-
আমি তো জানোই শরমহীন-
গেয়ে উঠলাম-
" দোকান খোল দেখি
পশরা সাজাও দেখি
যে ঘাটে রাধিকা হবে পার
কানাই সে ঘাটের মাঝি
ওগো গোয়ালিনী"

কাহ্ন বলল
অসাধারণ-
জানো-
মানুষের মনে যৌবন নিয়ে
বাঁচার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বড়
আর কিছুই নেই-
তাই দোকান খোল
আর পশরা সাজাও
এটাই বড় কথা-
আমি বিপাশনার এক পর্যায়ে
এক নিলাভ নদী তীরে
এক বসন্ত বাগানে পৌঁছুলাম
এবং এক মানব আর মানবীকে দেখলাম
সে মানবের নাম কাহ্ন-

কাহ্নুর পাঠ

কাহ্নু, একটা পদ শোনাবে?
শোন তবে-কম্বলারম্বপা'র পদ থেকে- তিনি আমার শত বছর আগে
এসেছিলেন!
আস্তে পা ফেলো- পায়ের নীচের মরা পাতা যেন মচ মচ করে না ওঠে-
আচার্য্য-সামলে পা ফেলো- বলে কাহ্নু মগ্ন হলেন- তার মনের আঁধারে
কোথায় লেখা এসব
কে জানে- সে চোখ বন্ধ করে পাঠ করে-
"সোনে ভরিতী করুণা নাবী ।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ।।
বাহতু কাম্লি গঅন উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ ।।
ঘুণ্টি উপাড়ি মেলিল কাচ্ছি ।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছি ।।
মাঙ্গত চড়াহিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ।।
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা ।
বাচত মিলিল মাহাসুহ সাঙ্গা ।।"
কাহ্নু বল্ল – আধুনিক বাংলা হলঃ
"আমার করুণা-নৌকা সোনায় ভর্তি রয়েছে; তাতে রূপা রাখার ঠাঁই নেই।
অরে কম্বলি পা, গগনের (নির্বাণের) উদ্দেশ্যে তুমি বেয়ে চলো; যে জন্ম গেছে
সে ফিরবে কি কোরে ?
(নৌকা বাইতে গিয়ে) খুঁটি উপড়ে ফেলো, কাছি মেলে দাও। সদগুরুকে
জিজ্ঞেস করো, হে কম্বলি পা,
তুমি বেয়ে যাও। পথে বেরিয়ে চারদিকে চেয়ে এগিয়ো; কেড়ুয়াল ছাড়া কি
বাইতে পারে ?

বাম- ডানে
চেপে পথ বেয়ে গেলে ওই পথেই মহাসুখের সঙ্গে মিলে যাবে"।
বেশ ভালো-
তুমি কি ভুল করে না নিছক আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে আচার্য্য
বললে?
না। এ প্রশ্ন থাক-
তুমি বরং বল নতুন কিছু বল
আমি বলি- আমি জীবনকে সুস্থভাবে ভাবতে পারিনা-
আমি বলি
বৃক্ষ না জানে তার কান্ডে পত্রপুটে
কতনা পত্র লভিবে জনম
কত কুঁড়ি পুস্পিত হবে
কত রেনু ভেসে যাবে বাতাসের নায়
কত তাতে জন্ম, কত ঘ্রাণ, কত মৃত্যু
কত কত কে জানে হায়-
আমি একদা কোন নদীতীরে
দেখেছিলেম শীত শেষে বসন্তের প্রারম্ভে
উড়ছিল কালোচুল মেঘের মত-তার মাঝে চাঁদ
তার মাঝে পূর্ণিমার চাঁদ ফুটেছিল-
সে নারীকেও বলছি রাতে-
নিশি পাওয়া মন আমার বলেছে রাতে-
পৃথিবীর সব গণিতে
"মনে কর" ধ্রুবক দিয়ে- কি অংক মেলাতে চাও তুমি?
উত্তর আছে হয়তো আইনষ্টাইন নিওটনের কাছে-
হোমারের কাছে ছিলনা-
On last date of Homer on street I had been there...

প্রশ্ন করেছিলাম তোমার পায়ের নূপুরের মাত্রা কি আগের মতই মাত্রা-
তার উত্তর ছিল না-আধামাত্রা বা কিছু বেশী কমেছে
আর উস্তাদ আলাউদ্দিন কে প্রশ্ন করছিলাম, আপনার আংগুলের টোকার
স্পন্দন?
সে বলেছিল — কমে গেছে- মনেহয়-কিছুটা
মাত্রা- ধর- পোয়া বা আধা-!
আমি সূর্যকে জিজ্ঞেস করেতেই- বলে বাবা আমি অংকে নেই।
ও সব তোমাদের জীবন জীবিকা দুঃখ আনন্দের অনুসংগঃ
মহাজগতে কোন অংক নেই-!
কাহ্ন হাসলো-
এবার থামো-সাধে কি আর আচার্য বলি-
মাথার উপর দিয়ে —ক্রৌঞ্চ মিথুন উড়িয়ে দিলে না শুধু-
স্বয়ং- কালি দাস ও উড়ে গেছে...

আমার মা

ভোরের দিকে কিছুটা ঠান্ডা বাতাস। চাঁদ আকাশে হেলান দিয়েছে। ঘুমে চোখ
লাল। শুকতারা চক চক করছে। আমি আকাশের দিকে চেয়ে - আর কাহ্ন
পদ্মাসনে। আমি অবাক-কি করে ও ডুবে থাকে নির্জনতায়। আমি নিজেকেই
প্রশ্ন করি -এ বিশ্বে কোথায় নির্জনতা? বলি, নির্জনতা, মনের কোথাও
তোমাকেও দেখতে পেলাম না। হ্যাঁ সুপ্রিয়া, তোমাকে নাম ধরে ডাকতেও
আমার সংকোচ লাগে-অথচ তুমি আমার প্রেয়সী! তোমাকে আগেই বলেছি-
আমার মন কখনোই নির্জন নয়-আমার মনে হয় প্রতি রাতে একটা করে
আমার ভিতরে মন বৃক্ষ জন্ম নেয়- এবং সবাই- কি বলবো, হাড়ে হাড়ে
পন্ডিত।!
ওদের কে একজন হঠাৎ প্রশ্ন করলো-
কবি হুমায়ুন আজাদের কথা মনে পড়ে?
আমার গা শিরশির করে উঠলো-আমি নিজের মধ্যে কাউকে দাঁড়িয়ে যেতে
দেখলাম-বললাম- তার কয়েক লাইন কবিতা আমার মাথার ভিতর থেকে
সরেনা-
সমস্বরে কারা যেন বল্ল- পাঠ কর-
"আমাদের মাকে আমরা বলতাম ‘তুমি’,
বাবাকে ‘আপনি’।
আমাদের মা গরিব প্রজার মত দাঁড়াতো
বাবার সামনে,
কথা বলতে গিয়ে কখনোই কথা
শেষ ক’রে উঠতে পারতো না।
আমাদের মাকে বাবার সামনে এমন তুচ্ছ দেখাতো
যে মাকে আপনি বলার কথা আমাদের
কোনোদিন মনেই হয়নি।"

মা'কে ভালোবাসি নাই তা নয়- তারচেয়ে অবজ্ঞা কি বেশী করেছি- যদিও
মনে পড়ে না তবে বাবার মত সমীহ করিনি।
জন্মের সময় আমি শুধু শিখে এসেছিলাম

কান্না আর ক্ষুধা এবং যতদিন মায়ের গর্ভে ছিলাম
শুধু ছিল ক্ষুধার আর্তি- তখনো ছিলনা আমার পিতা-
জন্মেই দেখলাম এক মমতাময়ী-
জীবনের অমিতধারা নিয়ে অপেক্ষায়-
আমি আনন্দ দেখি- আমি গান শুনি
সে আমাকে দিনে দিনে জীবন শেখায়
আমাকে হাসি শিখাতে তার কি প্রাণান্ত চেষ্টা!
জানো আমি তার কাছে ছিলাম এক তোতাপাখি- পৃথিবীর সব কথা শিখেছি
তার মুখ থেকে শুনে
বেঁচে থাকার সব বোধ ও কুশলিত আচরণ
সব সব শিখেছি তার কাছে-এমন কি বাবাকেও চিনিয়ে দিয়েছে সেই-
আমি সারি বাধা বলাকা দল দেখেছি নীলাভ আকাশে
অনেক অনেক অনেকবার-
ছোট পাখার শাবকেরা দেখেছি বড় এক বলাকার
চারপাশ ঘিরে একটি মালা তৈরি করে উড়ে চলেছে-
আকুলি বিকুলি কলকাকলি -আর কথা কয়ে কয়ে
ভাসসান এক গয়নার নৌকোর মত উড়ে যেত
সেই পাখির দল, একটি মালার হীরের লকেট ঘিরে - তার নাম মা-
দুই পাল্লায় যদি তুলি- মায়ের কাছে যত শেখা
আর বাবার কাছে যত শেখা-
আমি জানি মায়ের পাল্লা চিরদিন ভারী-
হু, কাহ্ন নিঃশ্বাস নিয়ে বলল- মাকে নিয়ে আধুনিক শব্দে অমন সত্যচিত্র আর
কেউ দেখেনি- তুমিও বেশ আবেগী রচনা করেছো! বেশ!

যাই হোক আমাদের-পরে - তোমরা যাকে মধ্যযুগ বল
মৈথিলীতে বিদ্যাপতি -, অল্প একটু বলি? যদিও মাকে নিয়ে নয়- প্রেমিকা
নিয়ে- আমি বললাম- বল-
হাথক দরপণ মাথক ফুল ।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার ।
দেহক সরবস গেহক সার ।।
পাখীক পাখ মীনক পানি ।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি ।।
তুহু কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয় ।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহাঁ হোয় ।।
কাহ্ন থামে- বলে- এই যদি মধ্যযুগে অতুলনীয় নারী এবং প্রেমিক যুগলের
সম্পর্ক হয়-
তবে বল কোন মানবিক অধপাতে-মা পিতার কাছে গরিব প্রজার মত হল-
আর
'আমাদের মাকে বাবার সামনে এমন তুচ্ছ দেখাতো
যে মাকে আপনি বলার কথা আমাদের
কোনোদিন মনেই হয়নি।"
কেন?

একিলিস

তুমি চিরকাল আমাকে
অন্ধকারের জীব হিসাবেই দেখলে,
আমি নাকি অবয়ব হীন,
ছায়া ছাড়া আর কিছু নেই আমার।
বল, কতটুকু জ্যোৎস্না পেলে
তোমার কাছে আমি আলোকিত হবো?.
তুমি প্রায়ই বল-
" বরং অলিন্দে বসে থাকো-
ইচ্ছে হলে মুড়ি দিতে পারো জ্যোৎস্না অথবা রাত্রি,
সাঁতারু হতে পারো আকাশের দুধেল নদীতে-
অথবা রজনী ভ্রমণ-
আমি জানি স্বপ্ন দেখার জন্য তোমার কোন
নরম বিছানার প্রয়োজন নেই"!
আমিও জানি-
হ্যালুসিনেশন আর ডিলিউসনকেই
তুমি আমার রোগ বলে ইংগিত কর-
আমার মাথার ভিতর সংগীতময় সুর,
আর চোখ বন্ধ করলেই রঙিন আলপনাময়
বসন্তের রাত- ঝিঙেফুল গন্ধী বাতাস,
এসব তুমি এবং তোমাদের কাছে অর্থহীন-
অথচ এর জ্যামিতিক ও গাণিতিক বোধে
আমি ডুবে থাকি-
তুমি জানো না- যে মাছি
চুয়ানীর মাটির হাঁড়িতে ডুবে মরে
সে কত সুখী!

আমি অলিন্দেই ছিলাম- বেলীফুলের
কিছুটা ঝিমুনি এলো- ঘুমিয়েও পড়তে
পারি হেলান চেয়ারে-
ভারী গলা কে যেন বলল চল-
হোমার-?
আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে
টেনে নিয়ে গেল এক জন্মান্ধ এক অন্ধকে
আসলে বুঝলাম চক্ষুস্মানদের
কোন ঠাঁই নেই এখানে-
একেবারে ট্রয় রাজ প্রাসাদের সামনে
যুদ্ধক্ষেত্রে- বেলা পড়ন্ত-
রক্তাক্ত একিলিস- ঠাঁয় দাঁড়িয়ে
সামনে মৃত লাশ- মহাবীর হেক্টর নিহত
হোমারের হাত পায়ের ঘুংগুর বেজে ওঠে
রণক্ষেত্রে হোমার নাচে আর গায়-
রণক্ষেত্রে দামী-যোদ্ধার শির
কেউ নিহত হয়ে হয় মহাবীর
কেউ নিহত করে হয় মহাবীর
যতই ভিজুক রক্তে ধরণীর পর
থামে নাই তা দেখে যোদ্ধার শর
এ খেলা দেখে দেখে মজা পায়
রক্ত পিপাসু কোন এক ইশ্বর!
আমি দেখলাম হাঁটু গেড়ে ট্রয়ের রাজা মিনতি করছে
একিলিসের কাছে- আমার সন্তানের লাশ ফিরিয়ে দিন মহাবীর একিলিস! তার মৃত দু'চোখে পরপারে যাবার পথ দেখার জন্য দূটি স্বর্ণমুদ্রা রাখবো- সৎকার করবো পিতা হিসাবে - মৃত মহাবীরের পরিচয় - শোকে ভাসা পিতার কাছে, সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়- দিন, দয়া করে আমার সন্তানের লাশ ফিরিয়ে দিন......

হোমার আবার আবৃত্তি শুরু করলেনঃ-

একিলাস বলল- মহাবীরকে নিয়ে যান ফিরে-
রাজতিলক আজও আছে তার মধ্য শিরে-
আজ আমি জয়ী- হয়ত ভাগ্যবান
তার ভাগ্য ভালো হলে; যেতো আমার প্রাণ
আমিই জানাই তাকে শেষ প্রণতি-
হোক সসম্মানে বীরের শেষ গতি....
আমি দেখলাম তাবুর সামনে সুন্দরী নারীদের দল
ফুলের মুকুট পরে - ফুল ও ফলের ডালা হাতে-

একিলিস তাবুর দিকে গেল-
তার উপর বর্ষিত হল ফুলের সুগন্ধি পাপড়ি...

দুই বোধি

এই শরতে,
আমি কোন কাশবনের কথা বলছি না-
বলছি কোন এক দুধ ঢালা রাতের কথা!
একেবারে ঝলমলে কাঁসার দুধের বাটি চাঁদ,
আকাশ উল্টে পড়েছে তাতে-
আর নক্ষত্রগুলো দুধসাগরে,
চন্দ্রমতি ভাসমান পদ্মবন!

এমনি এক রাত্রি ভ্রমণে
হিউয়েন সাং এর সাথে দেখা হল গান্ধারে-অর্থাৎ কান্দাহারে। কাহ্নও সাথে ছিল-

বোচকা বুচকি নিয়ে পথে শ্রান্ত বেচারা-
পায়ে হেঁটে সুদুর চীন থেকে পাহাড় জংগল পেরিয়ে ভারতবর্ষে ভ্রমণ তাও সপ্তম শতাব্দীতে। ভাবতে পারো?

আর এদিকে
কাহ্নকে নিয়ে আমার আরেক যন্ত্রণা-
এখানে বুদ্ধ মুর্তির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে আছে-
যখন তখন ও বিপাশনায় মগ্ন হয়ে যায়।
ওর মাথার ভিতরে শুধু-
নির্বাণ কিভাবে লাভ হবে-সেই প্রার্থনা!

আর আমি? জানোই তো-একদম উলটো,
সকল জন্মে, রঙ্গরসে কিভাবে
হবো তোমার বারুশে নাগর- তাই চিন্তা করি।

হিউয়েন সাং নিজেও বোধি,
আবার কাহ্নও বোধি,
তফাৎ হলো বোধের সন্ধানে একজন পথে পথে-
সপ্তম শতাব্দীতে
আরেকজন বোধের সন্ধানে আত্মদেহ
বিচরণে নিমগ্ন নবম শতাব্দীতে-
হ্যাঁ, আরেকজনেরে কথা মনে পড়ে গেল-
সেই এথেনিয়ান- সক্রেটিস-হেমলকের
বাটি হাতে করেও- যিনি বলেছেন-
Man Know Thyself.
উনিও নিঃসন্দেহে একজন বড় বোধি ছিলেন
তা প্রায় তিন হাজার বছর আগে;
তবে, মৃত্যু, অতৃপ্ত আকাঙ্খা, হতাশা ছাড়া আর কি পেয়েছেন উনি know thyself বলে একটা আস্ত পাহাড় মানুষের মননে ঢুকিয়ে আর
বাটি ভরা হেমলকে চুমুক দিয়ে?

তবুও ভাবি-"কথা", কি করে বেঁচে থাকে-!
পৃথিবী উলোট পালোট হয়ে গেছে কতবার- যুদ্ধ, মহামারি, ঝড় তুফান,বন্যা-
ভুমিকম্প- অগ্নুৎপাত আরো কত কি-
তারপরেও হাজার হাজার বছর ধরে মাত্র তিনটি শব্দ বেঁচে আছে-Man know thyself....

আর আমার কথা ছেড়ে দাও-

ন বোধি হইনু- রহিনু আবাল,
খোয়ারে বন্দী শুয়োর- মহুয়া মাতাল,
অব জানু পিঞ্জর মোর-
বুনো খোয়ার- ন আছে দোর,
যা বল পঞ্চ ইন্দ্রিয় ন হয় শত
রঙ্গ খোঁজে পথে পথে ভিখিরির মত!
ভিখিরি যেমন প্রিয়ার তাম্বুল ঠোঁটে,
ভিখিরি ফুলের কাছে বনে বনে ফোটে,
ভিখিরি নদীর কাছে,
জলকেলির তীব্র সুখ আছে'
ভিখিরি তোমার কাছ,
প্রেমের শত ঋণ আছে-!
ঝিমুনি থেকে উঠেই-
হিউয়েন সাং আমাকে জিজ্ঞেস করলো,
আমাকে চিনলে কি করে? উত্তর-সহজ-
তোমার উপরে কত শত বই আছে না!
আবার ও জিজ্ঞেস করে তোমরা কোন সময়ের গো..?
আমি বললাম উত্তর আধুনিক শেষ করে সবে
ডিজিটালে-
ওহো- হেসে উঠলো হিউয়েন সাং হা হা করে,
তাই বল-তোমরা এখনো লৌহ তামা এলুমিনিয়াম আর কি যেন বলে! মনে পড়েছে,
প্লাস্টিকের একটি মিশ্র যুগে-কম্পিউটার ফম্পিউটারে নিয়ে আছো- ইথারিয়ান যুগেও পৌঁছোনি-
আমার মনে হয় হিংসার যুদ্ধবিগ্রহ করতে করতে পিছিয়ে গেছো তোমরা-
তোমাদের না হলে এতদিনে কোয়ান্টাম যুগে পৌঁছুনো উচিৎ ছিল।
মানুষের কেন যুদ্ধ থাকবে?

হঠাৎ কাহ্ন ধ্যান ভেঙে হিউয়েন সাং কে বলল,
গুরুদেব, আমার নির্বাণ কি করে হবে?
আমি নির্বাণ চাই-
আমি আর কোন জীবন চাই না-
এখানে নিত্য পাপ আর হত্যার মধ্যে বাঁচা,
এখানে চার আর্য দুঃখ কষ্টে প্রতিটি জীবদেহ
কানায় কানায় বিষাদী শরাবে ভর্তি;
মৃত্যু পান করি প্রতি নি:শ্বাসে-
জীবন এখন দেহের সাথে
পরগাছার মত জড়িয়ে আছে-
দেহ মরলো তো পরগাছাও মরে....
এখানে যত গোলাপ ফোটে
সব যেন কাঁটার জন্য!
জীবনের অর্থ যেন শুধু
লবন সমুদ্র বুকে বয়ে বেড়ানো-
বিষাদী ঢেউয়ে মরিচিকার চাঁদের
খেলা-

হিউয়েন সাং উঠলো-বোচকাবুচকি পিঠে বাঁধলো, চলতে চলতে
প্রায় বিড়বিড় করে বলল-
নির্ভানা-?
কল্পিত শব্দ এক-
আজও বেঁচে আছে শেকড় বাকড়হীন,
বৃদ্ধ এক বৃক্ষ লতার মত মানুষের বিশ্বাসের ভিতর-
আর বিশ্বাস?
সে তো পারলৌকিক মঙ্গলের আশায়-
জলে দুগ্ধ বিসর্জন দাও- আর
মূত্র পান করো গেলাসে গেলাস!

সক্রেটিস

আমি জানিনা আমার নাম,
আমার নাম জেনোফেন ছিল কিনা?
তাও জানিনা-সেই সৈনিক,
যে হেমলকের বাটি সক্রেটিসের
হাতে তুলে দিয়েছিল-বাম হাতের কনুইয়ে
অশ্রুসিক্ত মুখ ঢেকে..
আমি সেই ছিলাম কিনা তাও জানিনা!
তবে কেউ হয়ে ছিলাম সেখানে !
তুমি বললে কোন কোন সময় জল্লাদেরও
কষ্ট লেগে যায় শাসকের
অথবা ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করতে!
আমিও বিশ্বাস করি- তবে আগে অথবা পিছে সময়ের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়!
একবার আমি সুদূর ভবিষ্যতে হারিয়েছিলাম হ্যালুসিনেসনে- সে আরেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা
যুগ যুগের অনেক শাসক, পন্ডিত, কেতাব রচয়িতাদের ন্যাড়া গাছে বেঁধে
এবং তাদের উলংগ করে পেটাচ্ছে সাধারণ মানুষরা -তারা কোন যুগের
আমার জানা নেই- হতে পারে তিন হাজার অথবা চার হাজার সালের- তারা
থুথু ছিটিয়ে বলছে-তোমরা মানুষের সরলতা এবং জীবনকে চরমভাবে লানছিত করেছো-
হ্যাঁ, খেই হারিয়ে ফেলি বার বার-এবং এটাই
আমার সমস্যা-

স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাই বিস্মৃতিতে- যা বলছিলাম....
মামলাটা মানুষের অন্তর থেকে অন্তরে
বহমান ছিল- দুই হাজার চার শ পনের বছর-
এবং পরিশেষে প্রমাণিত হলো-
"বিবেক" মানুষের ডিএনএ এর
পথ ধরে চলেনা!
গ্রীসের একটি আদালত যখন রায় দিলেন
"কোন ব্যক্তির অভিমত অপরাধ হতে পারেনা"!
সুতরাং সক্রেটিস নির্দোষ"-
এ রায় হাতে পেতে-
দুই হাজার চার শ পনের বছর লেগেছে!
কেউ যদি বলে আমি এই বোধে উপনীত হয়েছি যে, আমি কিছুই জানি না-
এই সহজ সরল সত্য স্বীকারোক্তি আর কে করেছে?
সেতো ভণ্ডামির ঝান্ডা উড়ায় নি রাজ এবং ধর্মবেত্তাদের মত?
আমি-এক সাঁঝের নির্জনে-
জ্যাক লুই ডেভিডের অঙ্কিত সেই চিত্র
দ্য ডেথ অফ সক্রেটিসে
তাকিয়ে থাকতে থাকতে হারিয়ে গেলাম-
এবারের হারানো কিছুটা ভিন্ন রকমের
আমি ঐ ছবির ভিতরে ঢুকে গেলাম
এবং জীবন্ত হয়ে গেলাম-
তবে আমি জেনোফোন ছিলাম
না কি সেই সৈনিক,
যে হেমলকের বাটি সক্রেটিসের
হাতে তুলে দিয়েছিল-বাম হাতের কনুইয়ে
অশ্রুসিক্ত মুখ ঢেকে..আমি মনে করতে পারি না!

তুমি তো জানোই আমি হারিয়ে গেছি বহুবার-
এবং হারিয়ে যাওয়া আমার অসুখ-
মানুষ যদিও দশটা দিক আবিস্কার করেছে
পূর্ব পশ্চিম থেকে ইশান নৈঋত পর্যন্ত
আমি অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষা করে বুঝছি
আমি দুই চোখে মাত্র একটা দিক দেখি-
এবং তুমিও বল আমি বহন করে চলেছি
এক ছন্নমতি মন আর বিষাক্ত সাপের দল
দেহের ভিতর।
যারা আমাকেই দংশন করে প্রতি মুহূর্তে !
প্রথম হারালাম জন্মের পরেই -
মা যখন দুগ্ধ দান করলেন-
তাঁর চোখের ভিতরে হারিয়ে দেখলাম
অসহনীয় নীল কষ্ট সরোবরে
প্রথমদিনের চিলতে এক চাঁদমুখী সুখ
তাঁর মুখ আলো করে রেখেছে -
সেখান থেকেই দিনে দিনে
হারানোর পথ অসংখ্য হয়ে গেল-
আমার হারিয়ে যাওয়া শুরু হলো-
তাতে কিছু যুক্তি থাকে আর বেশির ভাগ
অযৌক্তিক অকারণ।
এক দুই তিন চার....হারিয়েছি মেলায়, ফুলবনে নদীতে,
পথে পথে, বলতে বাধা নেই কত অচেনা মুখে,
অচেনা বেনীতে, অথবা নিজেকে হারিয়েছি
কারো পদ যুগলের পদ্ম কমলে
সেখানে গুঁজে দিয়েছি ফুলেল পত্র!

মানুষের হাত বড় অবিশ্বাসী আর বিশ্বাসঘাতক!
আমি তাই আমার মিনতি রেখেছি
তোমার পদযুগলের পদ্মকমলে!
শেষে হারিয়ে গেলাম আমার মনের ভেতরের-বিশ্বাস অবিশ্বাস আকাঙ্খা অপ্রাপ্তি
আর নির্ঘুম রাতে।
না না সব অনুযোগ আমার নিজের প্রতি।
তুমি আমার অনুযোগ কোথাও পাবে না- আমি লিখে রাখিনি কোথাও আমার
হারিয়ে যাবার গল্পগুলো -
না জ্যোৎস্নায়, না মেঘে, না জলে, না আকাশে না সাগরে-কোথাও নেই-
কিছু জানতে পারে হয়তো গোলাপের কাঁটা -
উনিও কিছু মানবিক কথায় হারিয়েছিলেন- হ্যাঁ, আমি সক্রেটিসের কথা বলছি-
উনি হারিয়েছিলেন
অনুসন্ধিৎসু মনের ভিতর- এটাই তাঁর অপরাধ!
সেই সৈনিক-
হেমলকের বাটি তুলে দিতে গিয়ে ফিস ফিস
করে অনুরোধ করলেন-
আপনি পালিয়ে যান মহামান্য
আমি গোপন সুরংগ দিয়ে- নিরাপদে নিয়ে যাবো-
উনি শুনলেন না-
এক চুমুকে পান করে নিলেন
হেমলকের বিষাক্ত জল,
পান করে তাকালেন সবার দিকে- হেরে যাওয়ার
মৃদু হাসি মুখে নিয়ে বললেন।
I to die, and you to live. Which is better God only knows.

সৈনিক বলল-আমার কিছু করার নেই শ্রদ্ধেয়,
উপরের নির্দেশ - এখন আপনাকে হাঁটতে হবে
যতক্ষণ আপনার পা'দুটো অবশ না হয়-
সক্রেটিস নামলেন বিছানা থেকে -বললেন-
চল-
হে পৃথিবী তোমার কাছে মিনতি রইলো-
মানুষের পা চলমান এবং বিশ্বাসী থাক-
আলোকিত জীবনের দিকে-
হাত বড় অবিশ্বাসী আর বিশ্বাসঘাতক,
কখনো ধরে গোলাপ-কখনো খঞ্জর!
আর মুখ? মুখ নয় মুখোশ-
আমি জেনেছি- আমি কিছু জানি না-
প্রিয় মানব বন্ধুরা- উপদেশ রইলো-
Know thyself..

বিবেক

আমি মঞ্চে-বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম।
সাদাধূতি, সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে,
সাদা লম্বা পরচুলা লাগিয়ে উর্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে-
দরাজ গলায় গাইছিলাম,
অপার্থিব কারো উদ্দেশ্যে-
কি অদ্ভূত আমার পরিচয়! আমি বিবেক!
এ যাত্রাপালায় আমি কোন-
রক্ত মাংসের কোন চরিত্র নই,
আমি বিবেক-!
বলতো- বিবেক বলে কি কোন রুপ
কোন চেহারা সুরত কিছু আছে না ছিল!
একরাতে, আমি এক নমঃপাড়ায়
এক উঠোনে, বিবেকের ভূমিকায়-
মোটা পাটের সলতের একটা বাতি জ্বলছে-
যা চারপাশের আঁধারকে আরো ঘন করে তুলেছে
আমার ভিতরে বিবেক চরিত্র গলা ছেড়ে গায়-
ও মানুষ.... ভাসিয়া বেড়াও জীবনের
নীল সায়রে- না পাইলা মাটি-
কবর আর শ্মশানে ঘিরে- যেদিকে যাও হাঁটি
অথচ তুমি উর্দ্ধরেতা-হাতে নিয়ে ফুল
স্বপ্নের বীজ হাতে খুঁজে বেড়াও কূল-
ও মানুষ - পথহারা বেভুল.....
নিশাচর রাত্রির আকাশে
কালো মেঘ মেয়ের কপালে পূর্ণিমা চাঁদ-
আমার সামনে অন্ধকারে
খড়ের বিছানো দর্শক সারিতে যারা বসে

তারা অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের বিভিন্ন কাল থেকে-
যেমন-কাহ্ন, ডোম্বি, ভূসুকা-
হ্যাঁ, আলেক্সান্ডার, অশোক,
গিলগামেশ আর এনকেদু-
ছিল মির্যা গালিব আর বাহাদুরশাহ...
ছিল এক্স থ্রি থ্রি, এক্স ইলেভেন, থ্রি সিক্স নাইন
ওরা সবাই ছিল ভবিষ্যতের....
তোমরা কালকে ভাগ কর তিন ভাগে
যা স্মরণ কর তা অতীত
যা দেখ তা বর্তমান
যা ভাবো তা ভবিষ্যত
আর আমার কাছে দু'য়ের হিসাব
পার্থিব এবং অপার্থিব!
আরেকজন ছিল
লম্বা, অপার্থিব চেহারা- অনুজ্জ্বল
কারো সাথেই যার মিল নেই-
না বর্তমানের, না অতীতের না ভবীষ্যতের
না পার্থিব না অপার্থিব...
আমার মনে হয়েছে -ঐ লোকটা না
অনেক কথা শব্দ, প্যাপিরাসের পাতা, কাগজ আর পান্ডুলিপি দিয়ে তৈরি-
প্রায় মুছে যাওয়া লেখার গুমোট গন্ধ তার চারপাশে-
তার পান্ডুলিপি শরীরে কত যে নাম লেখা- অনেক নামের ভিড়ে
যেন বেনামী হয়ে গেছে..
আর দূরে-অন্ধকারে-
অচেনা মানুষের সাথে নানান প্রাণীরা-
ওরা সবাই বিসর্জনের প্রাণী - বিসর্জিত হয়েছে
অলৌকিক অপার্থিব কারো উদ্দেশ্যে..

গাদাগাদি করে আমার বিবেকের অভিনয় দেখছে-
আমি সুস্পষ্ট দেখলাম ওরা সবাই হাসছে
হাসতে হাসতে হঠাৎ
কোন এক অবোধ্য ভাষায়-
ওরা চীৎকার করে উঠলো সমস্বরে -
আমি যেন বুঝলাম- ওরা বলল-
'বিবেকের অভিনয় আর কতদিন বিবেক?
'বিবেকের অভিনয় আর কতদিন বিবেক?
'বিবেকের অভিনয় আর কতদিন বিবেক?
আর ঐ পান্ডুলিপি লোকটা
ঝটকায় দাঁড়িয়ে গেল.
আকাশের দিকে বড় হতে হতে হতে
অন্ধকারে হারিয়ে গেল...
পালিয়ে গেল.....
আমি তখনো গাইছিলাম..
ও মানুষ.... ভাসিয়া বেড়াও জীবনের
নীল সায়রে- না পাইলা মাটি-
কবর আর শ্মশানে - যেদিকে যাও হাঁটি
অথচ তুমি উর্দ্ধরেতা-হাতে নিয়ে ফুল
স্বপ্নের বীজ হাতে খুঁজে বেড়াও কূল..

সাহস

(Dedicated to Benjamin Molosy)
আমি কি কোন সাহসের কথা বলেছি তোমাকে?
হয়তো বলেছি,
হয়তো আরো কিছু বলবো-
আমার মুঠোভর্তি কিছু সাহসী অন্ধকার!

যদিও অন্ধকারকে
আমার কাছে মনেহয় মরুভূমি
অন্ধকার কখনো অতলান্তিক সমুদ্র
অন্ধকার তোমার দু'চোখ-
যা বুঝতে পারিনা
তা আমার কাছে অন্ধকার-
আমার একটি অদ্ভুত শতছিন্ন জামা আছে
যা নিরেট অন্ধকারের তৈরি -
ওখানে লুকিয়ে আছে
অনেক কথা উপকথা
কিছু সাহসের গল্প-
কিছু মোহের গল্প, কিছু ধোঁয়াটে গল্প
কিছু শোকের গল্প- কিছু সুখের ধাবমান ইলিশ গল্প
তির্যক গতি যার উল্টো স্রোতে –

ও জামার বুক পকেটের অন্ধকারে
এক বদ্ধ উন্মাদ বোধ-আমি কখনো কখনো
তাকে বলি সাহস-
আর তুমি তাকে বল অনার্য!
বেশ লাগে- যদি তুমি বল!

আমি কৃষ্ণপক্ষের রাতের অভিসারকে
সাহস বলিনা,
আমি সাহস বলিনা তোমার সাথে
রিক্সার হুড ফেলে রোদ্রে বৃষ্টিতে ভেজাকেও-
আমি সাহস বলিনা-তোমার সামনে
মুখোমুখি বসে থাকাকেও-
আমি সাহস বলিনা কমান্ডারের ইশারায়
কারো বুক বরাবর ট্রিগার টিপে দেয়াকেও,
এগুলো আজকাল মনেহয়- মোহ-শোক-দুঃখ-কষ্টের-ভয়ের
আবেগের ককটেল - ক্লেদাক্ত মৃত্যুর ভয়ংকর নেশা!
কিছু মানুষ আমার কাছে
একেবারেই অন্যরকম!
আমিও দেখেছি তোমার ভয়-
যাকে তুমি বল সাহস -
আর আমরা ভয় পাওয়ার গল্পগুলোকে
সাহসের মোড়কে
পরিবেশন করি-

অথবা গল্পের বাঘের জন্য একটা
সুন্দর বনের আশা করি-
অথবা একটা বিরান নদ হয়ে কিছুটা
বয়ে যেতে চাই- চাঁদ জ্যোৎস্নার গল্প নিয়ে
অথচ আমাজনের ভিতরে বহমান খালে
লড়াই চলে টিকে থাকার-
ওখানকার মাছদের
নিরাপদ নদী খোঁজার কোন স্বপ্ন নেই-
ওদের জীবন মুদ্রার দুপিঠে লেখা অদ্ভূত-

“লড়াই করে বেঁচে থাকো
নতুবা লড়াই করে মরে যাও-
যেহেতু জীবন একটাই”!

আমি জানি তুমিও বর্ণবাদী-
আর্য মন নিয়ে ক্লিওপেট্রার মত
কাল সাপের ঝাঁপি আর
সুগন্ধি গোলাপ বিছানায় জ্যোৎস্না বিছিয়ে রাখো;
বুক ভরা ভয় মেঘ হয়ে ঝুলে থাকে ঐ হাসি মুখে-!

তোমার কি মনে আছে আর্য নারী,
সেই রাতে তুমিই তো আমার সাথে ছিলে-
দক্ষিণ আফ্রিকার একটি অজো-গ্রামে মধ্যরাত-
বুনো লতা পাতা আর
আল্পনার আঁকিবুঁকির অলংকারে সজ্জিত
একদল মানুষ হুম হুম করে প্রাচীন এক ভাষায়
একজনকে ঘিরে গাইছিলো আর নাচছিলো-
তাদের মাঝখানে একজন কবি-
প্রেটোরিয়ার জেলখানায়-
জল্লাদেরা যাকে জিজ্ঞেস করেছিল শেষ খানায় কি খাবে বেঞ্জামিন মোলয়সি?
সে চাইলো এক টুকরো কাগজ ও কলম
তাই দেয়া হল-

আমি আর তুমি দেখছিলাম
সে মানুষরা হুম হুম করে প্রাচীন এক ভাষায়
বেঞ্জামিন মোলয়সিকে ঘিরে নাচছিলো-
তাদের মাঝখানে কবি-পাঠ করছে-

"I am proud to be what I am…
The storm of oppression will be followed
By the rain of my blood
I am proud to give my life
My one solitary life."

তুমি জানতে না,
কিছুক্ষণ আগেই প্রেটোরিয়ার জেলে
ওর ফাঁসি হয়েছে!
আর্য নারী তোমাকে সাথে নিয়ে
এ দুঃস্বপ্ন দেখার জন্য আমি দুঃখিত!
মানুষের সাহসের গল্প হারিয়ে যায় অন্ধকারে
আর দিনে যা দেখি- কিছু বিড়ালের
বাঘ হওয়ার হয়ে ওঠার গল্প.....

তুমি

কল কলা ছল ছলা রাত-
নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাই-
শাল বনের নীচে
শুকনো পাতারা পায়ের স্পর্শে-
ঘুমভাঙা অভিমানে লাজুক বেজে ওঠে!

তোমাকে বলতে বাধা নেই
আমি নিজের কাঁধেই
চাপড় মেরে সাবাস সাবাস সাবাস বলি-
আমি চিরকাল অসাধারণ শ্রোতা-
রক্ত মাংসের আবেগে কান্নায় ক্রোধেও
মধুর চাঁদনী রাতে তারাভরা আকাশের মত
নীরব থাকি।

সাথে কাহ্ন- ও গেরুয়া বসনে ভূষিত। ও বলে এতই যদি নীরব থাকতে পারো- সামনের পূর্ণিমায় তোমায় গেরুয়ায় অভিষিক্ত করি। মগ্ন থাক আপনায়। মানুষের দৃষ্টির একটা সীমা থাকে- অনন্ত আকাশ দেখতে চাও- তো মগ্ন হও।

আমি বলি
যে নদীর পাশে থাকি, তাই আমাকে
নিয়ে যায় মথুরায়
ঝরা ফুল সেও ফোটে স্বপ্নীল আকাশের গায়
যদিও এ দেহখানি কবেই যে মরে গেছে নীরবে-
তবুও হাড়ের ভিতর বাঁশি বাজে আজও সরবে!

ন মরণ হয়েছে কাহ্নু চিন্তক মন
ন ফুল বনক হইছে খান্ডব দহন
ন মোর বংশী খাইলো ঘূন পোকা
ন মোর বিবেকী মন খাঁচাতে যায় রোখা।
বদ্ধ সরোবরও হয় মৃণালিনী বন
তারার আকাশ দেখে বাড়ে হুতাশন....

এ হামার মন চাহে- তুঁহু যেই শিখা
মরি আর্যনারীর বুকে হয়ে পিপীলিকা!
যে কালসাপিনী সদা করে ফোঁসফাঁস
কুন্ডলিতে অনার্য মন করে সেথা বাস!

স্থিত হও, স্থিত হও! কাহ্নু আর শুনতে চায়না! আমি জানি ওর গেরুয়ার আড়ালে কি বোধ বিশ্বাস আর হতাশার এক বেপরোয়া ঘোড়া দৌড়ে বেড়ায়। মানবীয় প্রেম কি ঢেকে রাখা যায়- না আলখেল্লায় না গেরুয়ায়। এ প্রশ্ন আমি কাহ্নুকে করবোনা কোন দিন- পূর্ণিমায় যখন সাগর ফুঁসে ওঠে- নোনাজলে উপচে ওঠে তীর- এ সব মহা জাগতিক -
আমি মনে করি না-সাধারণ কিছু!

শোন কাহ্নু আমার মন কি বলেঃ
কাহ্নু বলে বলঃ
কালিদাসের মেঘদূতে অন্তরিত যক্ষ
মেঘের কাছে নিবেদন করছে-মায়াবী মেঘ
আমার বিরহ বেদনা তুমি বয়ে নিয়ে যাও
বয়ে নিয়ে যাও আমার সব আঁখিজল -

সে তো কালিদাসের যুগের কথা বললে-
আজকের কথা বল-

তোমার ক্রৌঞ্চ মিথুন মনের
অভিসার কেমন ছিল?

আজ মেঘে ঢাকা পড়েনি চাঁদ,
আজ দেখলাম, পাহাড় বড় হতে হতে
আকাশটাই ঢাকা পড়ে গেছে-
তোমাকেই-বলি
হ্যাঁ, আমার লেখা তোমাকে নিয়েই
মানুষের ইতিহাস বড় অদ্ভুত-
সদা সর্পিল-
যে উদ্যান মানুষের গল্প শুরু-
প্রথম আচরণ ঈশ্বরের আদেশ অমান্য
আমাকে যদি জিজ্ঞেস কর-
তারপর-?
গ্রীসিয়ান, এসিরিয়ান, ইন্দুজ
উপকথায় একবারে বলতে পারো
মেডুসা থেকে মনসা- লিলিয়ান থেকে ইভ-
আজ পর্যন্ত একই সাযুজ্য বহন করে চলেছে-.
এক্স থেকে আর রূপান্তর হয়নি-
মেধাবী নারীরা-
আর আমার গল্পটা ধর একেবারেই ভিন্ন
এক্স ওয়াই সব পুরুষের মত
বলতে পারো একটু ভেজাল মেশানো
নির্বোধ -
যে সদাই ভাবে-তার গুলতির ছুঁড়ে দেয়া পাথরের
আঘাতে দানবীয় গোলায়েত নিহত হবেই হবে-
উন্মাদীয় ভাবনা যাকে বলে-

তারপরও মন জিজ্ঞেস করে
জীবনের পরিচয় কি-
উত্তর দেই তুমি আর আমি!

না ফুল - সুবাসি ফাগুন,
না চাঁদ- যৌবন আগুন,
না সাগর- না নোনাজল
না শ্রাবণ -ধারা অবিরল
না বাঁশী- না কোন সুর-
না মিথ্যা - না কোন কসুর
না প্রেম না কোন চাওয়া
না কোন সুবাস না কোন পাওয়া
না কোন সরোবর না কোন জল
তুমি আর আমি শুধু আঁধারি অতল!

তুমি খোঁজো অজস্র আপেল, বৃক্ষ, ফুল
চাঁদ, সৌরভ, গৌরব আরো কত কিছু-
আর এ উদ্যানের জলের কাছে কিছু
চাওয়া নেই- শুধু অবগাহন!

আকাঙ্খা

আমি বললাম
আকাঙ্খা সম্পর্কে আমাকে কিছু বল-ভুসুকা পা,
সে বলল-
তার আগে আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই,
যদি গ্রহন করো বলি-
আমি বললাম-তুমি কিছু দিতে চাইলে নেবো না,
এ সাহস আমার কোথায়- তবে তার আগে-
আকাঙ্খা সম্পর্কে আমাকে কিছু বল-ভুসুকা পা,
ভুসুকা পা বলল-
আকাঙ্খা একটা বোধ,
এ কে কখনো লালন পালন করতে হয়,
কখনো শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়,
আবার কখনো নির্মমভাবে হত্যা করতে হয়!

আমি চুপ করে থাকি-
আমি হাতড়ে বেড়াই-
আমার কোষগুলোতে
আঁধারের ভাঁজে ভাঁজে কত আকাঙ্খা জমে আছে-
আমার মনোজগৎ,
নিকষি রাতের আঁধারের-
তারাগুলো নিশ্চুপ!
আমি মানি-
আকাঙ্খাকে লালন পালন করতে হয়,
আমি মানি- আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়,
তবে মেনে নিতে পারিনা-
আকাঙ্খাকে কখনো কখনো নির্মম ভাবে
হত্যা করার প্রয়োজন হয়!

ভুসুকা বলল - হুম!
তবে যদি আশা কর পূর্নিমা একটি আঁধারের রাত হবে,
হতে পারে ঘনকালো মেঘে ঢেকে গেলে!
যদি আকাঙ্খা কর কোন এক আমাবস্যার রাতে পূর্নিমার চাঁদ।
হতাশ হবে!

আকাঙ্ক্ষা শতরুপে বিকশিত,
আকাঙ্খার মেদ মজ্জা আছে,
আকাঙ্ক্ষার আছে বয়সের গন্ডি,
কোনটা রাতের ফুলের মত-
রাতে ফুটে রাতেই ঝরে যায়,
রুপকথার অপ্সরাদের মত-
যে রাতে গর্ভধারণ করে
সে রাতেই হয়ে যায় গর্ভপাত!
আর মন্দাকিনীর জলে-
ধুয়েমুছে হয়ে ওঠে চিরকুমারী।
আবার আরো কিছু আকাঙ্খা থাকে মৌসুমি-
কিছু চলমান নদী,
কিছু সাইক্লোন,
কিছু আকাঙ্খা -
হিমালয়ের চেয়েও অনেক অনেক বড়-
হ্যাঁ, আকাঙ্খা হতে পারে একটি ফুলবাগান,
হতে পারে সুবাসী- হতে পারে কিছুটা মাতাল,
এ আকাঙ্খা নিতে পারে জীবনের এমন এক ধাপে
একেবারে চাঁদের মুখোমুখি!

আমি ভূসুকা পা কে জিজ্ঞেস করি-
হ্যাঁ আমি দেখেছি মানুষের দলগত আকাঙ্খা!

আজ মানুষ গ্রহান্তরের পথে-
তাকে আমি বলবো সুবোধি-
যা আলোর পথ নির্মাণ করে!

আচ্ছা- এবার দিতে চাই বলল ভূসুকা -

আমি হাঁটু গেড়ে জ্যোৎস্না রাতে
দুই হাত পেতে অবনত হলাম!

ভূসুকা আমার হাতে দিল এক শাল বৃক্ষের পাতা,
তাতে লেখা-
"তোমার নাম আজ থেকে হোক 'বোধি পা'!

আমার ভেতরে নোনা সাগরের ঝড় আর প্লাবন জেগে উঠলো, টপ টপ করে চোখের অশ্রুতে ভিজে মুছে গেল
সব। আমি কি করে বুঝাবো-আমার আকাঙ্খা মেডুসা- সেই গ্রীক দানবীর মত মাথায় গজানো হাজার হাজার বিষধর সাপ! আমি প্রতি মুহূর্তে হই ক্ষত বিক্ষত আপন আকাঙ্ক্ষার ছোবলে- নিহত হাজার বার!

আড়াল

রাত্রি আমাকে চেনে
চেনে পথের গন্ধনা ফুল
চেনে জ্যোৎস্নায় ভিজে যাওয়া ধুলো
পথের কাকড় নুড়ির দল-
ভাটবনের জোনাকিরা চেনে
তার নীচে সাপেরা-
রাতভর খেলা করে বিষভরা ফনা তুলে তুলে
আমি পথে খুঁজি পায়ে পায়ে লেখা
অপূর্ব কথা-
ভালোবাসা পথে পথে হারিয়ে যায়,
আবার ফিরে ফিরে আসে-
হয়তো চেনা হয়ে- নয়তো অচেনা!
আমি জানি,
আড়ালে চলে গেলে-
গল্পের জোনাকি
সেও চলে যায়-
কোন এক অচেনা ভাটবনে!
মনে পড়ে থাকে শুধু
কাঠ পোড়া ছাই
আর কিছু কথা-
কোন একদিন তুমি ছিলে
জোনাকি বাগান!

কতবার নিজের আড়াল হয়ে যাওয়া দেখি
নিজের মাঝেই-
নিজেকেই আড়াল করে রাখি নিজের কাছে
আড়াল করে রাখি তোমার কাছে থেকে
আড়াল করে রাখি
নদী মেঘ জোসনা ফুল পাখী আকাশ সমুদ্র থেকে
আড়াল করতে হয়
আমার অন্তরে-
যত কথার ফুল ফোটে
ভুল করে ফোটে কত ফুল
ভুল করে কত ওঠে চাঁদ
ভুল করে ঝরে কত যে শ্রাবনের মেঘ
ভুল করে ডুবে যাই জলে
ভুল করে মনে বীজ বুনি
আড়ালেই সব তার জ্বলে হয় ছাই
আমিও আড়াল করে রাখি
কত কথা
কত মেঠো পাখি
খেয়ে গেছে কত বীজ
স্বপ্নের মাঠ থেকে কবে-
মনেহয় জীবনের খেলাগুলো
চলে সব আড়ালেই
দিনের পিছে যেন রাত ধাবমান
নাকি রাতের পিছে দিন-!

ঘুম

তোমাকে আগেই বলেছি-
আমি প্রায়ই হ্যালুসিনেশনে ভুগি-!
আমার বিনিদ্র বিলাসী রাত্রি
যাপনের কথাও তুমি জানো!
তোমাকে বলেছি বহুবার,
অন্ধকারের সৌরভ
আমাকে মুগ্ধ করে!
জাগরণ আধো-জাগরণ-
ঘুমের আলফা বেটা থেটা ইত্যাদি আমার
মুখস্ত- ঘুম আমাকে বলে আমি কোথায়-
আর ঘুম আমাকে নিয়ে যায়-
যেথা ঘুমের খুশি!
এক রাতের কথা বলি-
তুমি আর আমি যেন কালিদাসের সেই ক্রৌঞ্চমিথুন!
পাহাড়ের হিমায়িত চূড়ায়
যখন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বাঁশরীর ধূন তুলে
মধ্যলয়ে বেজে চলেছিল-
তুমি আর আমি তখন মেঘ!
ক্রৌঞ্চমিথুন- কত মৌসুম পার হয়ে যায়
আমাদের পাখার নীচে-সাঁই সাঁই দীর্ঘশ্বাস ফেলে-!
তেমনি এক রাতে-
চাঁদ আমার সামনে ঢেলে দিল এক দীর্ঘ পথ-
পিছনে কাহ্ন ডাকলো- আমাকে সাথে নিয়ে যাও-
আমি দাঁড়াই-
মন বলে ভালোই তো কাহ্ন যদি থাকে!
ওর সাথে আজ এক তাগড়া হরিণ-

কাহ্ন বলল - ও যাবে আজ আমাদের সাথে-
আমি বলি হরিণ?
উঁহু - ওর নাম যৌবন!
শিশুদের আশ,
আর বুড়োদের দীর্ঘশ্বাস!
হুম, যৌব্ন ফুল্লরিত বনে,
প্রেমিকা বাস্তবে যদি নাও থাকে,
মন প্রেমিকা হয়ে খেলা করে মনে-
এবং যখন আয়নার সামনে;
নিজের দুচোখ প্রেমিকা হয়ে
কত কথা কত কত গান
কহিতো মোর সনে-
আমি বলি বাহ,
তুমিতো আধুনিক কবি হয়ে গেলে!
আমরা জ্যোৎস্নার ঢাল বেয়ে এগোই-
মনে হলো আমরা প্যালিওলিথিক থেকে.
নিউ প্যালিওলিথিক পার হয়ে
জ্যোৎস্নার পথ বেয়ে চলছি-
সামনে এক পাহাড় আর কাকড় ভূমীর জনপদ-
কাহ্ন বলল- চল..
সেখানে লড়াই চলছে-
একেবারে মরণপণ মল্লযুদ্ধ
স্বয়ং রাজা গিলগামেশ মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ -
এনকেদু'র সাথে-
সিপাহিরা প্রস্তুত খোলা তলোয়ার
সংযোজিত তীর টান টান ধনুকে-
কাহ্ন বিমর্ষ - না না এটা পুরো যুদ্ধরীতির খেলাপ!

আমি হাসি-
কাহ্ন বিরক্ত হয়ে বলে- হাসলে যে?
আমি বলি, সাধু- "রীতিভঙ্গ'
একটি রণকৌশলের নাম!
কিল থাপ্পড় ঘুষি মারতে মারতে,
চিৎকার করে গিলমামেশ বলছে,
আমি দেবতার সন্তান-
এ রাজ্য আমার-
এখানে কোন পশুর জায়গা থাকতে পারেনা!
আর এনকেদু দাঁতে, নখরে, কামড়ে,খামছে
চিৎকার করে বলছে-
আমি পশুর সন্তান-পৃথিবী পশুদের রাজ্য-
এখানে আমরা জন্মগ্রহণ করি-
এখানে আমরা মারা যাই-
এ ধরাতল আমাদের মৃতদেহ দিয়ে গঠিত -
আমরা মরণশীল- মরণশীল-
পাহাড়ের গায়ে যেন হাজার বার প্রতিধ্বনিত হল-
আমরা মরণশীল..... তারপর নিস্তব্ধতা -
কাহ্ন বলল - গিলগামেশ কি অমর?
আমি বলি-আস্তে বল সময়েরও কান আছে!
হঠাৎ থেমে গেল গিলগামেশ-
তাকিয়ে থাকলো এনকেদুর চোখের দিকে-
ঝন ঝন করে উঠলো সিপাহিদের তলোয়ার-
ধনুকের ছিলা আরো টান টান-
গিলগামেশ তাদের দুই হাত তুলে নিরস্ত্রের আদেশ দিল।

এক দেবতার সন্তান চেয়ে আছে-
এক পশুর সন্তানের চোখে-
তেমনি পশুর সন্তান চেয়ে আছে-
এক দেবতার সন্তানের চোখে-
বিদ্যুৎ খেলে গেল গিলগামেশের মনে-
সেও তো মরণশীল!
তবে কিসে তফাৎ তার এনকেদুর সাথে?
এক মরণশীলের সাথে আরেক মরণশীলের
কিসের যুদ্ধ?
সে আদেশ দিল- বিছানা করে দাও -
আমি আর এনকেদু- দুই মহা শত্রু- দুই মহা বন্ধু,
পাশাপাশি ঘুমাবো জীবনের এই রণক্ষেত্রে!
আমি নিমজ্জিত তখন মাটির ট্যাবলেটের
কীলকে লিখিত সেই আখ্যানে-
হরফে হরফে তৈরী সেই এনকেদু আর গিলগামেশের
আর কোন দ্বন্দ্ব ছিলোনা বরং
এক সাথে লড়াই করেছে দেবতাদের বিরুদ্ধে-
দেবতারা পৃথিবীর মানুষ এবং পশুদের ঠকিয়েছে-
চিরন্তন যৌবন থেকে করেছে বঞ্চিত;
সবাইকে ফেলেছে মৃত্যুর ফাঁদে-অনিবার্য করে দিয়েছে অনন্তঘুম!
আমি কনিষ্ঠাকে জিজ্ঞেস করি- মরণশীলতা কি?
কাহ্ন বলে চিরতরে ঘুম-
আমি অনামিকাকে জিজ্ঞেস করি- অনন্তঘুম কি?
কাহ্ন বলে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া-
আমি মধ্যমাকে জিজ্ঞেস করি-তবে ঘুম কি?
কাহ্ন বলে নোনাজলের নীল সমুদ্র!
আমি তর্জনীকে জিজ্ঞেস করি- আকাঙ্খা কি?
কাহ্ন বলে-তারা ভরা রাতের আকাশ!

আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করি- জীবন কি?
এবার সেই হরিণ মুখে করে নিয়ে আসে-
একগুচ্ছ বুনো লতাপাতা ভরা ফুল-
কাহ্ন বলে- যৌবন! নাও-
আমি হরিণের মুখ থেকে
বুনোফুলের গুচ্ছ হাতে নেই- আর তখনই-
যৌবনে থাকো প্রতি মুহূর্তে-
যৌবন কাটাও প্রতি মুহূর্তে-
যৌবন ভোগ কর প্রতি মুহূর্তে-
বলতে বলতে মিলিয়ে গেল কাহ্ন আর হরিণ!
আমার হাত ভরা লতাপাতাফুল নাকের কাছে নিয়ে
বুক ভরে সুবাস নেই যৌবনের- আহ!
হ্যাঁ, তুমি ডেলুউশন বল আর হ্যালুসিনেশন বল-
অদ্ভূত ছিল আমার সেই স্বপ্নীল ঘুম!

আকাশ

কাহ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল-
তোমার নাম নিয়ে কি তুমি খুশি?
আমি বলেছিলাম-
আমার নামের অর্থ যদি হতো
" আকাশের সাথে আলিঙ্গন"
আমি খুশি হতাম।
কারণ আমার পায়ের পাতা শুধু
ধরণীতে- আর তো সব আকাশেই-
তবে হ্যাঁ, আমি মাটির কাছে
কৃতজ্ঞ সবচে বেশী-
আমাকে অবশেষে সেই বুকে মিশিয়ে রাখে
আমার অহংকার
আমার আভিজাত্য বোধ
আমার স্মৃতিতে রক্ষিত প্রিয় বন্ধুরা
যাদের কথা আমার জীবনবৃক্ষের
পাতায় পাতায় লেখা-
জানো কাহ্ন,
এদের অনেকের কথা কোনদিন
আমি বলতে পারিনি।
এবং আমি মনে করি আমার মন
আকাশের মত- তবে তারা যেন নক্ষত্র!
আসলে জীবন
একটি ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির-
যা রোদে আপনি শুকিয়ে যায়-
অথবা ভাগ্যক্রমে মাটিতে পড়ে
মাটিতেই মিশে যায় -
তবে মাটিতে মিশে যাওয়ার গল্পটাই বড়!

মাটি

শালবনের উপরে পূর্ণিমার চাঁদ-
ভুসুকা পা হেঁটে যায়-
আমি পিছে পিছে-
শুকনো ঝরা শাল পাতারা
পায়ের চাপে ভেঙে চুরমার -
আমি ভাবি
শিশিরে ভিজে ভিজে এ পাতারাও
মাটির সাথে মিশে যাবে একদিন-!
প্রশ্ন করি ভুসুকা পা'কে আনন্দ নিয়ে কিছু বল?
ভুসুকা পা বলল-
সে তো এক নৃতাত্ত্বিক খনন!
কেমন-?
খনন শুরু হবে দীর্ঘশ্বাস থেকে...
দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যাবে বিস্মৃতির এক স্মৃতির নগরে
হতে পারে পেট্রা, বেলিজ, গুয়েতামালা
হতে পারে আন্দিজ পর্বতমালার ঢালে ইনকায়-
হতে পারে হরপ্পায় অথবা ময়নামতি- হতে পারে আরো কত কিছু-
জানো, মানুষের দীর্ঘশ্বাস ইউফ্রেতিস অথবা
নাইল নদীর চেয়ে দীর্ঘ বহমান।
অথবা আকাশ ভরা রাত্রি আর তারাফুলের গাছ!
কি জানি হতে পারে- পৃথিবীর সাত সমুদ্র
মানুষের অশ্রুধারা থেকে।
ফুল-
ফুল একটি বৃক্ষের স্বপ্ন-
বীজ- স্বপ্ন ফুলের
বীজের স্বপ্ন এক বৃক্ষ
বৃক্ষের স্বপ্ন আকাশ

তাই শেকড় বাকড়ে ধরে থাকে মাটি
বাঁশী ভরা দীর্ঘশ্বাস
লোকে বলে সুর-
সাগরের দীর্ঘশ্বাস
লোকে বলে ঝড়
দগ্ধ চাঁদকে বল জোসনার আলো
আর মাটি?
তুমিও বৃক্ষ এক বৃক্ষের মত
বনতলে ঝরাফুল স্বপ্নের মত
ধ্বসে পড়া পাথরের ইটে লেখা
কত উপকথায় - কত সুখ আর বেদনার কথা
লিখেছো প্যাপিরাসে- পাথরের গায়ে
লিখেছিলে কারো মায়া ভরা চোখ
লিখেছিলে কারো ফুলেল হাসি
লিখেছিলে কত অভিমান
লিখেছিলে সাগরের আঁখি
লিখেছিলে অশ্রুর নদী
লিখেছিলে কত যে ফাগুন
লিখেছিলে যৌবন
দেহের আগুন
ক্ষুধার্ত মাটির কাছে সব ছিল সুধা!

ঘাস

ছোট ছোট ফুল ফুটিয়ে
আমার জন্যে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে
আমি যদি ছোট পিঁপড়ের মত হতাম
আমি ঠিক ওদের ছায়ার নীচে বসে থাকতাম!
আমি জানি,
যে নক্ষত্র নিয়ে আমি কবিতা লিখি-
দূর থেকে দেখি বলে স্নিগ্ধ
আমাকে কবিতা লেখায়-
কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করে যখন ভাবি
সমুদ্রের নীল জলে আধডোবা হয়ে জ্বলছে!
আমি জানি ওই নক্ষত্র ওখানেই জ্বলতে জ্বলতে
জ্বলতে জ্বলতে, জ্বলতে জ্বলতে জ্বলতেই থাকবে
আর আমি-
স্বপ্নে পিঁপড়ে হয়ে যাবো-
আর ঘাসের নীচে- ঐ ফুলদের কাছে
তখন ঘাসেরা বলবে বসন্ত চলে গেছে-
আমি বলবো- তা হোক-
আমি ছায়ায় বসে থাকি-
ফুলেরা পাপড়ি ফেলে দেয়-
আমার গায়ে-
আমি বলি থাক-
জ্যোৎস্নার ঢেউ লাগে বুকে
আমি ভেসে যাই -যেন প্রাচীন এক গাছ
মহা প্লাবনের স্রোতে আকাশে নিরুদ্দেশ
চারপাশে ভাসমান নক্ষত্রের মাঝে-
আমি শুধু নিভে গেছি কবে-
ঘাসের ছায়ায়!

জল

উওর আমার জানা নেই-
কত কিউবিক জল পৃথিবীতে আছে সমুদ্র নদীতে
কত কিউবিক জল আছে মেঘে
কত কিউবিক জল আছে মানুষের চোখে
আমি জানিনা মেরুতে বরফ হয়ে আছে
কতটুকু জল
জানিনা আকাশের খবর
হাবল টেলিস্কোপে ধরা পড়েনি কোন জীবন্ত
জলের গ্রহ!
তবে ভ্যানগগের চেয়ে সুন্দর আকাশের
খবর পাওয়া গেছে-
তবে আমার কাছে খুবই সোজা-
প্রকৃতি কি?
কেউ প্রশ্ন করলে বলবো- সে,
মেঘ প্রশ্ন করলে বলবো- সে
নদী জিজ্ঞেস করলে বলবো-সে
যদি সূর্যোদয়, সূযার্স্ত, চাঁদ জোসনা জিজ্ঞেস করে
উত্তর একই-
যদি তুমি জিজ্ঞেস কর - তবে বলবো- তুমি
তুমিতো জল
তুমি তো মেঘ
তুমি তো বরফ
তুমি নদী
এবং তুমি সমুদ্র
নিশিরাতে আমার মনের দিকে
তাকিয়ে দেখেছি-

কি বিরান মরুতে সেখানে চাঁদ ওঠে
এবং শিশির ঝরিয়ে রাতভর
কেঁদে কেঁদে ডুবে যায়
আমি ফুল ফুটতে দেখেছি
আমি দেখেছি নিয়ে জন্মে আর কাঁদতে কাঁদতে
ঝরে পরে-
আমি মেঘকে বাস্পভূত হতে দেখেছি সমুদ্রে
দেখছি তাদের ঝরে পরতে
এবং আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করতে
আমার মা কে কাঁদতে দেখছি
জন্মদানের সফলতায়
আমি কাঁদলাম
চিৎকার করে
তোমরা হা হা করে হাসলে
এবং আদুরে গলায় বললে
আহা- বেচারার চোখে কত জল...

চাঁদ

আমি এবং গত রাতের চাঁদ
দু'জনেই ছিলাম অপূর্ব
আমি আমাকে দেখলাম চাঁদের চোখে
আর চাঁদ ওকে দেখলো আমার চোখে
গতকালের শীতের রাত স্বাক্ষী ছিল
সেই মধুক্ষণের-
আর স্বাক্ষী ছিল
পাতা ঝরা গাছগুলো!

আমি ভেবেছিলাম আমার
আমার মন বুঝি শীত ঘুমে গেছে
সাপের মতন-
কোন মাটির খোড়লে-

পুরোন কবি বন্ধুরা-
ধরো কালিদাস
ভুসুকা, কাহ্ন, জয়ানন্দ
অথবা সেরা বান্ধবী কবি চন্দ্রাবতী
সবাই শীতঘুমে
ওদের তালপাতার পান্ডুলিপি
মেঝেতে পড়ে আছে-
সেখানে না জ্বলে চাঁদ অথবা করোজ্জ্বল রোদ।

আমি বিশ্বাস করি বা না করি
চাঁদ গতরাতে আমাকে চোখে টিপ দিয়ে
মুচকি হাসলো-
এত স্বাধীন নির্মেঘ নির্মেদ হাসি
আমি কখনো দেখিনি-

এবং আমি জানি, বুঝে গেছি-
হয়তো আমিই শেষ কবিতা লিখছি চাঁদকে নিয়ে
চাঁদকে নিয়ে- এবং তার প্রেমিকের মত-
কারণ পৃথিবী প্রস্তুত হয়ে গেছে
চাঁদে বিজ্ঞানের জলসাঘর তৈরির জন্য
সেখানে হয়তো সোলার প্যানেল বসে যাবে
এবং মানুষের চিন্তার জঞ্জালে ভরে উঠবে-

ভালো কথা হলো-
ততদিনে আমার কলমের কালি
শেষ হয়ে যাবে-

তবে শোন- আমার প্রিয় চাঁদ
আমি কিছু শব্দ আউড়েছি
সারাজীবন।
মুগ্ধতার আর ভালোবাসার উড়াল বীজ
ছড়িয়ে দিয়েছি বাতাসে-

যদি কোনদিন তোমার কাছে পৌঁছে
তাকে ফিরিয়ে দিওনা-
অন্তত জঞ্জালের পাশে একটি
একটি গোলাপ গাছ হয়ে
ফুটতে দিও-

কবে যেন

জানোতো, মানুষ লিখে যায় কথা; পায়ে পায়ে পথে পথে;
বাসনার জানালা খুলে রাখে, বুক ভরে থাকে পিপাসাতে!
মেঘেরা উড়ে যায় বসন্ত বায়, চোখের নদীতে কত নাও বয়ে যায়
স্বপ্ন ঝরে পড়ে পাতায় পাতায়, তবু আশা- যদি ফুল ফোটে!
কবে যেন ভুল করে, বলেছিলে কোন এক ভুল-
কবে যেন ভুল করে এই মনে ফুটেছিল ফুল!
কবে যেন ভুল করে আকাশেতে উঠেছিল চাঁদ
কবে যেন ভুল করে সৌরভে হয়েছি আকুল!
কবে যেন....কবে যেন? ভুলে গেছি সব-

একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি

আমি তোমাকে পেয়ে যা বুঝলাম
তুমি আমাকে পেয়ে যা বুঝলে-
নেহায়েৎ কম নয়...
তাইনা ধরণী?

হে এলব্রাটস

তখন আমি বোটে,
আমি ভুলে গেলাম-
তোমাদের আগেই বলেছি
আমি হেলুসিনেশনে নিমজ্জিত হই!
নীচে বে অব বেঙ্গল উত্তাল-
প্রাচীন এক দ্বীপে যাচ্ছি!
প্রমত্তা জলের ভিতর সুস্পষ্ট দেখলাম
এক মারমেইড বলছিল-
তুমি আসবে বলে-
আমি,
কোন এক প্রাচীন সময়ে
জেগেছি মাটি হয়ে- মনে নেই সেই কবে-!
এতদিনে তবে এলে?
আমি বলি হুম!
কোন ইচ্ছে-?
নোনাজলে স্নান-
সাঁতার অথবা
নীলাভ রাতে চাঁদ থই থই-
নোনাজলে কোন ভেসে যাওয়া
কোন এক মৃতদেহ- ভেসে যেতে দেখা-
আর এলব্রাটস পাখীদের আহাজারি
আহা, উনি এক কবি ছিলেন কোন একদিন -

প্রেয়সীর কমলিকা পায়ে লিখেছিল
গোলাপের পাপড়ির কবিতা!
আমি বলি তুমি যদি কালি হতে
দীর্ঘ একটি কবিতা লিখতাম
এক মানবীকে নিয়ে-
দুধেল ছায়াপথের মত
আকাশে আরেক ছায়াপথ হতো-
এলব্রাটস পাখীদের দল চীৎকার করে বলে
হায় হায়, তোমার বড় ক্ষুদ্র জীবন!
আমি বলি রেখে তবে গেলাম নববর্ষ
হে এলব্রাটসের দল
সীমানাহীন এক সমুদ্রে-
তোমরা যাকে ভাগ করেছো -
হিংসার সীমানায়-
নাম দিয়েছ লোভ ক্রোধ যুদ্ধ ইত্যাদিতে-
ভালোবাসার মারমেইড ক্রন্দনরত নোনাজলে
হাজার বছর-!

বৃক্ষের বোধ

ডানে বাঁয়ে চাঁদ সূর্য রেখে- সময়ের পথ ধরে হাঁটি,
রথের চাকায় পড়ে দাগ-তাও মুছে ফেলে ধূলোমাটি!
গোলাপের পাপড়িতে-সিন্দুকের কথা ছিল লেখা-
বৃক্ষের বোধ নিয়ে জীবন কি যায় বল শেখা?
ধর এক যুদ্ধক্ষেত্রে- জ্বলে ছিল রাতভর চাঁদ,
লাশ থেকে ফেরেনি মানুষ-ফেরেনি কারো বুকে সাধ!
আমি আঁকি সুফলা মেঘ, নীলরংয়া নদী ভরা জল ,
তোমার পায়ে রাখি কথা, এ মাটি হবে কি সুফল?
যে কথা বলেছিল মন, পায়ে পায়ে হোক ফুল বন,
যেখানে নেই দুঃখ, কষ্ট, সুখ-শুধু অব্যাক্ত আলোড়ন!
চাঁদ হেঁটে যাবে একই পথে- আমি জেগে রবো সারারাত
কাব্যময় স্বপ্ন বিছানায়-তোমার ঘুমে জ্যোৎস্নার হাট।
মাটির উপর তুমি, পায়ে পায়ে লিখে যাবে নাম-
জানবে না, জানবে না কেউ -সেই প্রেমিকের ধাম!

কত কিছুই যে চেনা

চেনা মাঠ
চেনা মেঘ
চেনা নদী
চেনা বুনোফুল
অলিন্দে টবের বেলী
সে ও চেনা-
রাত চেনা
তখন ভাটফুল
গন্ধে মাতাল ঝিঁঝিঁদের দল
জোনাকি কুশলে মাতে
চেনা সব
রাত নামা চেনা
মেঘ ডাকা চেনা
বৃষ্টি- সে ও কত চেনা
পাখীদের চিনি
জানলায় ঘোরাফেরা
হাওয়াদের চিনি
আয়নায় তাকিয়ে
চেনা চেনা চোখ
চেনা যেন মুখ
চেনা হাসি

নদী ভরা বুক
তাও কত চেনা-
আমাকেও চেনা চেনা লাগে
মনেহয় হয়নি চেনা-
তাই সব চেনা
রয়ে গেল সব অচেনা
তোমাকেও চেনা চেনা লাগে!

ধন্যবাদ